মায়া-কাজল

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

প্রকাশক—
শ্রীবারিদকান্তি বসু
আর্য্য সাহিত্য-ভবন
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা

জন্মাষ্টমী
১লা ভাদ্র—১৩৩৭

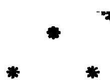
মুদ্রাকর—শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য
মাসপয়লা প্রেস
১৫।এ ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা

দাম—দেড় টাকা

বৌ'দি' ৺সুশীলা দেবীর
স্মৃতির উদ্দেশে

মায়া-কাজলের অঙ্গ-সৌষ্ঠব সম্পর্কে শিল্পী-বন্ধু শ্রীমান প্রভাত নিয়োগী ও শ্রীযুক্ত ফণী-গুপ্তের কাছে আমি বিশেষ ভাবে ঋণী। তা ছাড়া বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসুও এ ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। প্রেস-কপি প্রস্তুত করা, প্রুফ দেখা ইত্যাদি ব্যাপারে সাহায্য পেয়েছি আমি আমার বাল্য-বন্ধু শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ সিংহ ও প্রীতি-ভাজন শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায়, শ্রীমান্ সুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কাছ থেকে। এইসব অযাচিত সাহায্য কেবল 'মায়া-কাজলের' ভেতরেই ছাপ রেখে যায়নি, আমার মনের ভেতরেও ছাপ রেখে গেছে। তাই এঁদের সকলের কাছেই আমি আমার অন্তরের অকপট কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।





মানস-তুলির আল্‌পনাতে রঙ্‌-ঝরানো যাহার কাজ—
সেই পরালো মায়া-কাজল—কল্পনারো ভাঙ্‌ল লাজ।
উধাও হ'য়ে চিত্ত উড়ে আকাশ মরু সমুদ্রে !······
মায়া-কাজল খুল্‌ছে ব'সে অপরূপের রূপের ভাঁজ।

খুল্‌ছে ব'সে আলোর লেখা পদ্মদলের পাঁপ্‌ড়িতে,
জরির আঁচল জড়িয়ে দিল অন্ধকারের পাঁজ্‌ড়িতে।
কালোর মাঝে ছড়িয়ে গেল অচিন আলোর আনন্দ—
উপচিয়ে সে উছ্‌লে পড়ে—উথ্‌লে পড়ে চারভিতে।

জানিনে তার কারসাজি কি—মিছেই চোখে জল আনে,
মেঘের সাথে মেঘ লাগিয়ে ক্বড়-ক্বড়িয়ে বাজ হানে,
বাজের বুকে জাগায় আবার বিদ্যুতেরই দীপ্তি গো।—
মায়া-কাজল এতও কি সে মায়াপুরীর ছল জানে !

বনের বুকে ফুলের দোলায় সেই তো দোলায় বসন্ত,
ফাগুন থাকে তারি বুকের আগুন শিখায় ঘুমন্ত,
সাপের মাথার সবুজ মণি তারও লাগি' হাত বাড়ায়—
মনের মরু ফুলে ফুলে হঠাৎ করে ফুলন্ত।

মায়া-কাজল

মায়া-কাজল—মায়া-কাজল সেই জাগালো অন্তরে,
জালে তাহার জড়িয়ে গেল স্বপ্ন-লোকের ছন্দরে।
তিলোত্তমা উঠ্ছে গ'ড়ে নিখিল রূপের লাবণ্যে—
মদনে সে ভস্ম ক'রে ফের বাঁচালো মন্তরে!

কালো তুলি—কাজল তুলি—নীল তুলিতে রূপ ঝরায়,
নীহারিকার বুকের মাঝে ইন্দ্রধনু টিপ পরায়।
কবির আঁখি রাঙিয়ে ওঠে স্বপ্নে এবং সত্যে গো—
মায়া-কাজল—ছন্দ গাঁথি তাই তো ব'সে তার ছায়ায়।

বুলিয়েছে রে মায়া-কাজল—চোখে তুলি বুলিয়েছে,
মরীচিকার মায়ার রঙে নিখিল ভুবন ভুলিয়েছে,
দু'কূল-হারা অচিন পথে হঠাৎ দিয়ে হাতছানি—
যাদুকরের যাদুর মালা গলায় গেছে দুলিয়ে যে!

*　*
*

মানুষ গড়িবে স্বর্গ

বিধাতা গড়েছে বিশ্ব—তারি সাথে গড়েছে মানুষ,
যে মানুষ উড়ায়েছে স্পর্দ্ধা ভরে বিদ্রোহ পতাকা,
যে মানুষে দীপ্তি আছে, তবুও যে নহে নিষ্কলুষ,
রহস্যের কুহেলিতে খেয়ালী অন্তর যার ঢাকা।
মানুষের স্বর্গ ভূমি আনন্দে গড়িতে গিয়া তাই,
সহসা থামিয়া গেছে বিধাতার দীপ্ত করতল,
যে স্বর্গ সহজ ছিল মানুষ তাহারে পায় নাই,
বিদ্রোহী মানুষ তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি করেছে নিষ্ফল।
তবু সে কল্পনা আছে—আছে তার গড়িবার আশা,
আকাশে ছড়ায়ে আছে তার দিব্য আলোর বিভব,
ধরণীর মধুচ্ছন্দে আছে তার লাবণ্য-বিলাস।
স্বর্গেরে গড়ার লাগি' তপস্যা করিছে ভালোবাসা,
বিধাতা বিদ্বিষ্ট নহে—স্বর্গ গড়া নহে অসম্ভব।
মানুষ গড়িবে স্বর্গ—পেয়েছে সে তাহার আভাস।

দীপালী

আকাশের হাসি মর্ত্ত্যে নেমেছে—ফুটেছে তারার ফুল,
রাতের আঁধার দিন হ'য়ে গেল বিস্ময়ে বিল্‌কুল !
বাতাসের মাঝে ধূলোর ধোঁয়ায়,
লাল আবিরের আমেজ ঘনায়,
দেয়ালীর রাত খেয়ালী মনের দেয়ালাতে মশ্‌গুল।

সন্ধ্যা না হ'তে ভোরের আলোক ভিড়েছে ধরার বুকে,
তড়িতের ধারা উত্তরোল হ'লো ঝঞ্ঝার কৌতুকে।
কালো নয়নের চাহনির আলো,
দিকে দিকে আজ আগুন জ্বালালো,
চিত্তের তলে যে ছিল সে এলো বিশ্বের সম্মুখে।

বাসুকী জেগেছে অতল পাতালে—মেলেছে হাজারো ফণা,
কালোর পাথারে তারি মাথে জ্বলে লাখো মাণিকের কণা।
বসন্ত বায় বনান্তে আজ,
ভেঙেছে কুঁড়ির ভয়ে ভরা লাজ,
রাত্রির বুকে আলোর কমলে ঝল্‌মলি ঝলে সোনা।

দীপালী

কুঙ্কুমে আঁকা অশোকের থোকা হেথায় হোথায় লুটে,
রাঙা হ'য়ে ওঠে পলাশের চুমা রাতের ওষ্ঠ পুটে।
লাল করবীর বুকের স্বপন,
দুই হাতে আজ ছড়ায় পবন,
ধরার দুয়ারে দানা বেঁধে তারা দীপ হ'য়ে ওঠে ফুটে'

দিনের আলোর পরশে যেখানে রাতের অলক দোলে,
সেথা হ'তে আজ আলোর ঝর্ণা ঝরিছে মর্ত্ত্যতলে।
রয়েছে দীপ্তি—জ্বালা নাহি তার,
মরেনি রাত্রি—মরেছে আঁধার,
অসম্ভবের ললাটে তাহার জয়ের চিহ্ন জ্বলে।

দীপালী ও নয়—দীপের মালায় দাঁড়ায়েছে উর্ব্বশী,
তাহারি দেহের বিদ্যুৎ বিভা দিকে দিকে পড়ে খসি'
শিহরণে তার স্তনের চূড়ায়,
স্বর্গের বনে কুসুম ঝরায়,
গ'ড়ে ওঠে ঝরা কুসুমের দলে দীপালীর তারা-শশী।

জ্যোতির দেবতা আছ—তুমি আছ—সে কথা মিথ্যা নয়,
আজের রজনী তোমারি রূপের অপরূপ পরিচয়।
স্বর্ণ-খচিত তব অঞ্চল
আলোর শিখায় করে ঝল্‌মল্‌,
আঁধারেও তব দেউলের চূড়া জ্বলিছে জ্যোতির্ম্ময়!

প্রদীপ জ্বালায়ে চির সুন্দর তোমারে সুমুখে ধরি,
অনল শিখায়, দীপালী লেখায় তোমারে প্রণাম করি।
যে শিখা জ্বলিছে তোমার তোরণে,
তার ছোঁয়া যদি নাহি পাই মনে,
আলোর খেয়ানে মিলাক্‌ মোদের বিষণ্ণ শর্ব্বরী।

পুষ্প ও মুকুল

ওরে শিশু, ওরে বাছা, নিমীলিত আঁখিপুট খোল্,
জাগার তাগিদে ভরা প্রভাতের বয়েছে সমীর,
দ্বারে সে হানিছে কর, পথে পথে তুলিয়াছে রোল,
আলোকের রথে রথে আকাশেতে জমায়েছে ভিড়।
অনন্তের প্রান্ত হ'তে কত কি যে এনেছে সে ব'য়ে
বিশ্বের তোরণ তলে, তাই তোরে দিবে উপহার,
সুপ্তিভরা রজনীর অন্ধকার অবসাদ লয়ে,
ঘরে থাকিস্ নে প'ড়ে—ঘুমুস্ নে—ঝিমুস্ নে আর
আঁখিপুট খোল্ ওরে, চিত্তদল মেলে ধর্ তোর,
প্রভাতের বায়ু তোরে ঐ শোন্ ফিরিতেছে ডাকি',
তোরই তন্দ্রা ভাঙিবে না, ঘুচিবে না স্বপনের ঘোর?
বিশ্ব জেগে উঠিয়াছে—তুই শুধু মেলিবি না আঁখি?

আঁধার পাথার মথি' রবি সেও এসেছে ফিরিয়া,
মৌন পাখী—সেও গাহে উচ্ছ্বসিয়া আনন্দের গান।
উদ্বেলিত আলোকের অকুণ্ঠিত ধারায় গলিয়া,
নিজেরে নিঃশেষ করি' চাঁদ তারে ক'রে গেছে দান।

পুষ্প ও মুকুল

জীবনে উঠিতে জাগি' সকলেরে ডেকেছে ধরণী,
অসহায় পুষ্প-শিশু, তোরেও সে দেয় নাই বাদ,
প্রাণের স্পন্দনে ত্বরা ঐ শোন্—ঐ তার ধ্বনি,—
কে জাগো প্রভাতে আজ—লহ মোর—লহ আশীর্ব্বাদ
জীবন যাত্রার পথে ভ্রমরেরা ফিরিতেছে ডাকি',
উড়ায়ে আলোর পাখা প্রজাপতি এসেছে দুয়ারে,
কর্ম্মের তোরণ-তলে এ জগৎ মেলিয়াছে আঁখি,
তুই শুধু জাগিবি না—তুই শুধু মেলিবি না তারে ?

মূর্চ্ছিত ধরার তন্দ্রা—আঁখিপুট খোল্—ওরে খোল্,
জীবনের কেন্দ্র হ'তে জাগিবার এসেছে আহ্বান,
শীতের শীর্ণতা শোষে বসন্তের হাসির হিল্লোল,
ভ্রূণে ভ্রূণে দুলিতেছে বিকাশের—প্রকাশের গান।
বনের কামনা যাচে—নির্নিমেষ তারি পানে চাও,
দখিনের স্পর্শ কহে—তার বুকে গন্ধ দিতে হ'বে,
সৌন্দর্য্য ঘুমায়ে আছে তুমি জেগে তাহারে জাগাও,
আপনারে লুকাবার স্থান নাহি বিকাবার ভবে।
যৌবনের তীর হ'তে জাগিবার এসেছে আহ্বান,
ধৌত করি' লহ আঁখি সদ্য-ঝরা শিশিরের লোরে,

পূজারীর পুষ্প-পাত্র ঐ তোরে করিছে সন্ধান,
পূজা-অবদান তারো হয় তো গড়িতে হ'বে তোরে।

গগনে বাড়িছে জ্বালা,—অগ্নি হানে রবির কিরণ,
কোন্ সে অজানা পথে নাহি জানি যেতে হ'বে হায়।
শঙ্কায় শিহরি' ওঠে স্নেহাতুর জননীর মন,
তবু ছেড়ে দিতে হ'বে—দিতে হ'বে নিঃশব্দ বিদায়।
ওরে বাছা, আয় বুকে, জননীর পরিপুষ্ট স্তন
আয় তুলে' দিই মুখে—মুখে তুলে' দিই শেষবার,
হোক্ ক্ষীর অফুরন্ত ক্ষুধা-হরা সুধার মতন,
পথের দারুণ দাহে তৃষ্ণা যেন নাহি লাগে আর।
এ বুকে রয়েছে ছায়া অন্তহীন নিবিড় শীতল,
তবু এ ছায়ার তলে আর তোরে বাঁধিব কেমনে?
কর্ম্মের স্পন্দন ভারে জাগিয়া উঠেছে ধরাতল,
বিশ্ব তোরে ডাকিতেছে—কাজ তোর রয়েছে ভুবনে!

সম্ভাবনা

আমি ছোট বীজ আছি চিরকাল বিশ্ব-ধরায় নগণ্য,
কোষের মাঝারে ম্লান মৃয়মান—ধূলির অতলে বিপন্ন।
বাতাসে আমার কাঁপে কায়,
পরশে এ দেহ গুঁড়ে' যায়,
চারিধারে ঘেরা ঘন কুজ্ঝটি গভীর নিবিড় নিষণ্ণ।

তবু এই মোর মাঝখান হ'তে গান গাহে ঐ অনন্ত,
উঁকি মারে হেথা গভীর আঁধারে জ্যোতির্লেখাটি জ্বলন্ত।
মনে হয় হেথা আছে লীন,
সৃষ্টি নবীন সীমাহীন,
আছে অভিনব রূপের মাধুরী বিপুল চপল জীবন্ত।

সম্ভাবনা

মনে হয় হেথা আছে অপরূপ চির ছায়াময়ী ধরিত্রী,
পুষ্পের হাসি আছে মোর মাঝে মনোমন্দির পবিত্রি'।
আছে উৎসব অনাবিল,
গগনের মায়া ঘন নীল,
দহে তবু মোরে করে সার্থক অমৃত-উৎস সবিতৃ।

ঐ শোনো ডেকে কে কহিছে মোরে—ফ্যাল্ মুছে' ফ্যাল্
আতঙ্ক,
ক্ষুদ্র তবুও ব্যর্থ নহিস্—নোস্ এ ধরার কলঙ্ক।
আলো জেগে আছে তোর তরে,
রস-ধারা আছে ধরা ভ'রে,
তোরই লাগি' জেগে আছে নীল মেঘে সলিল-সিন্ধু অলঙ্ঘ্য।

ভয় নাই ওরে—কোনো ভয় নাই—এ জীবন নহে নিরর্থ,
রুদ্রের মতো রৌদ্র সে আছে—আমারে যোগাবে সামর্থ্য।
মোর তরে আছে সুশীতল,
মেঘের হৃদয়ে মধু জল,
ধরণীর বুকে আছে রস-ধারা পূর্ণ প্রচুর অব্যর্থ।

মায়া-কাজল

আমি হ'ব বড়—আমি হ'ব জয়ী বিলাবার ঘন আনন্দে,
মর্ম্মের আলো পুষ্পে ফুটায়ে ঢেকে দিব দিক্ সৌগন্ধে।
দিব আমি ছায়া সুমধুর,
ক্লান্তিরে ক'রে দিব দূর,
রস ছল ছল দিব আমি ফল ক্ষুধিত আতুর নিস্পন্দে।

আমারও বুকে পাবে সান্ত্বনা স্নেহ-গেহহীন নিরন্ন,
একি উন্মাদ আনন্দে আজ অলোড়িত মন-অরণ্য!
আমারি এ দেহ পরশিয়া,
বাতাসে উঠিবে সরসিয়া,
আমারো মাঝারে রয়েছে জগৎ শ্যামল শোভন অগণ্য!

শরতের দ্বিপ্রহর

মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে আছি দুপুরের দিকে—
শরতের দ্বিপ্রহর—রৌদ্র-মাখা মায়া।
দিকে দিকে উচ্ছ্বসিয়া উঠিয়াছে ফিঁকে,
দেহহীন কামনার পরিপূর্ণ কায়া।
ধানের অঞ্চলে দোলে ধরণীর স্তন,
অসহিষ্ণু আলিঙ্গন কাঁপে থর থর।
গ'লে গ'লে ঝরিতেছে তৃষার্ত্ত তপন,
অসম্বৃতা প্রেয়সীর বুকের উপর।
বিশ্বের উন্মুখ দৃষ্টি চেয়ে আছে জাগি',—
গগনের নীল আর ঘন বন তল,
রচিয়াছে আচ্ছাদন তাই তারি লাগি',....
আরক্ত লালসা হোথা ঈষৎ শ্যামল।
চারিধারে যৌবনের উদ্বেল সাগর,
আশ্চর্য্য এ শরতের দিবা দ্বিপ্রহর!

সিন্ধুর প্রেম

কোন যুগে দেবাসুরে করিয়া মন্থন,
অন্তরের লক্ষ্মী হায় নিয়েছে কাড়িয়া,
ব্যথায় বিক্ষিপ্ত তাই সমুদ্রের মন।—
নিশ্বাসে নিশ্বাসে তার ভেঙে পড়ে হিয়া !
শান্তি নাই—আছে শুধু অশান্ত ক্রন্দন,
উন্মাদ ছুটিয়া আসে ধরিত্রীর পানে,
তরঙ্গের তালে তালে দোলে আলিঙ্গন,
চুম্বন ছড়ায়ে যায় ধূলির শয়ানে।
প্রিয়ার প্রসাদ-রিক্ত—যা যেখানে পায়,
কুড়ায়ে হৃদয়ে বাঁধে আগ্রহের ভরে,
অকস্মাৎ মোহ টুটে, ফেলে দিয়ে যায়
সমস্ত নিঃশেষে ফের সৈকতের পরে।
হৃদ্-লক্ষ্মীহীন সিন্ধু বক্ষে অবিরল,
বহিছে প্রিয়ার শোক—বাড়ব অনল !

নদীর নিশ্বাস

রাক্ষসী তৃষায় সূর্য্য করিতেছে পান—
নদীর বুকের রক্ত পিয়াইছে সুখে।
গভীর ব্যথায় ফেটে টুটে' পড়ে প্রাণ,
বিদারণ চিহ্ন আঁকা তরঙ্গের বুকে।
বিবর্ণ বিশীর্ণ তনু—বালির কঙ্কাল,
মরুর প্রান্তর রচে জলের লেখায়,
দীর্ঘ তট প্রাণহীন ধূলির জঞ্জাল,
জীবনের বেলাতটে মরণ ঘনায়।
দীর্ঘ তট প্রাণহীন আনন্দ বিহীন—
নদী সে মৃত্যুর পথে চলে পলে পলে,
বিগলিত অশ্রু-বাষ্পে অন্তর বিলীন,
জমাট নিশ্বাস শুধু জেগে ওঠে বলে।
ব্যথায় বিদীর্ণ করি' তরঙ্গের বুক,
নদীর নিশ্বাস জাগে কঠিন শুশুক !

প্রকৃতির স্নেহ

বৈশাখের দ্বিপ্রহর জ্বালায়ে দিয়েছে চারিদিক্ ।
নিভৃত নীড়ের মাঝে বসন্তের মধুকণ্ঠ পিক
পিপাসায় মূর্চ্ছাহত । অবসন্ন অধীর বাতাস
উৎকণ্ঠিত শস্য শিরে উগারিছে মরণ নিশ্বাস
দ্বিধা-ভরা বেদনায় । নদীর নিবিড় তনুখানি
তীব্র-জ্বর-জ্বালা ভরে তরঙ্গের নীলাঞ্চল টানি'
ছুঁড়িয়া ফেলেছে দূরে—নগ্ন ক্ষীণ দেহে ক্ষণ তরে
তবু জ্বালা নাহি ঘুচে, মুহুর্মুহুঃ মূরছিয়া পড়ে
স্পন্দহীন স্তব্ধতায় । আসন্ন মৃত্যুর ছায়া-ভরা
অলস-অঞ্চল তলে ধুঁকিয়া শ্বসিছে বসুন্ধরা !

সহসা ঈশান কোণে ঘিরে' এল ঘন মেঘ রাশি,
বিদ্যুৎ-চমক-দীপ্তি অকস্মাৎ উঠিল বিকাশি' ।
প্রসন্ন হাসির মতো শতধার শুভ্র বারি-ধারা
ঝর্ঝরে পড়িল ঝ'রে গ্লানিহীন বাধা-বন্ধ-হারা—
বিশ্বের বুকের পরে ; স্নিগ্ধ স্বরে সচকিত করি'
নিদাঘ-পাণ্ডুর রেখা পিক-কণ্ঠ উঠিল শিহরি' ।

প্রকৃতির স্নেহ

শ্যামলিমা ফিরে' এলো দগ্ধ ম্লান শুষ্ক শস্য শিরে ;
দুর্দ্দম আবেগে বায়ু আলিঙ্গিল উচ্ছল নদীরে।
দীর্ঘশ্বাস শেষে ধরা ধীরে ধীরে দেখিল চাহিয়া
নিজের বুকের মাঝে আপনার গ্লানি-মুক্ত হিয়া।

আমি মুগ্ধ বাক্যহীন !—দূরে ব'সে ভাবিতেছি মনে—
মিথ্যা জড় ব'লে এরে অবহেলা করিব কেমনে ?
মানব মনের ধ্রুব দ্বিধাহীন নির্ভর-নিলয়—
একি তারি মর্ম্মকোষ আঘাতিয়া পায়নি আশ্রয় ?
উপবাস-ছিন্ন-পুষ্প বিধবা কন্যার পানে চাহি'
মা'র বুকে যে যন্ত্রণা—ঐ মেঘ মাঝে তা' কি নাহি ?
লীন দেহ বুকে তুলে' অশ্রুজলে ধুয়ে' দেওয়া ব্যথা—
ধারাপাতে নাহি কি সে জননীর মর্ম্ম-কাতরতা ?
কল্পনায় দেখিতেছি বিশ্ব-মাতা বসি' ঊর্দ্ধলোকে
অশ্রু-আর্দ্র।—দেখি আর বারিধারা ছেপে ওঠে চোখে !

উর্ব্বশীর অভিশাপ

আমি উর্ব্বশী স্বর্গ-বেশ্যা—
চুম্বনে মোর স্বর্গ গড়ে,
অমৃতের ধারা মর্ত্ত্যে বহাই,
হাসিতে লীলার পদ্ম ঝরে।
আমি ইন্দ্রের ডাহিন হস্ত,—
নিমেষে অরির সমাধি রচি,
স্বর্গের সেরা সুন্দরী আমি,
হিংসা যে করে আমারে শচী।
এ দু'টি চোখের তীক্ষ্ণ শায়ক
বিঁধে গিয়া ঠিক বুকের মাঝে,
লক্ষ্য তাদের নিষ্ফল করে
জানি নাই কেহ ভুবনে আছে।
কত স্বর্গের গর্ব্ব ভেঙেছে
লীলায় ললিত এ বাহু মম,
স্বর্গ-সভায় যত নটী নাচে
আমি নাকি তার শ্রেষ্ঠতম !

উর্ব্বশীর অভিশাপ

তখন মেঘের স্থির বিদ্যুৎ
সুদূর স্বর্গ ঝলকি' জ্বলে,
দেবতারা সব মিলেছে আসিয়া
চাঁদের স্নিগ্ধ চাঁদোয়া-তলে।

জ্বলে মোতি-মালা—তারকার দীপ
দেবতা-সভার প্রান্ত ঘিরি',
নীলের পাথারে রক্ত আলোক
মৃদু হ'য়ে ধীরে আসিছে ফিরি'

হাজারো কোরক ফুটেছে সেদিন
এক সাথে পারিজাতের বনে,
ক্ষ্যাপা পবনের পিচ্‌কারী তারি
গন্ধ ঢালিছে সভাঙ্গনে।

মানবের লাগি' মিলেছে দেবতা—
তারি আহ্বানে বসেছে সভা,
নর-কীর্ত্তির গৌরব-জ্যোতি
ছাড়ায়ে উঠেছে দেবের প্রভা

মায়া-কাজল

মানুষেরা যাচে দেবতার প্রীতি
তপের তিমির রাত্রি জাগি',
আজি দেবতারা মগ্ন ধেয়ানে
নর-দেবতার তৃপ্তি মাগি'।

যাহা কোথা কভু নহে সম্ভব
স্বর্গ তাহাই ঘটাতে জানে,
ওগো স্বর্গের উদার দেবতা,
এরি লাগি ধরা তোমারে মানে

বাসবের পাশে দ্বিতীয় বাসব—
মরি মরি সে কি মূর্ত্তিখানি !
অঙ্গ ঘেরিয়া ঝরে লাবণ্য,
মর্ম্মে সে যায় চিহ্ন হানি'।

দেবতার মাঝে আছি চিরকাল,
নিবাস আমার দিব্য-লোকে,
দেবতার বাঁড়া এত রূপ কই—
কোনো দিন—কভু পড়েনি চোখে

দু'টি অনিমিখ নেত্র ছাপায়ে
ঘন আনন্দ ঝর্ণা ঝরে,
দেব-দুর্লভ দীপ্ত বিভার
সিন্ধু মেতেছে অঙ্গ-পরে।
নয়নে অধরে গ্লানি-ম্লানিহীন
স্নিগ্ধ কৌতূহলের ঝুড়ি,
মুখের আভায় ফুটে' আছে যেন
গোটাকত পারিজাতের কুঁড়ি !

কখন উঠিনু—কখন নাচিনু,
নূপুর কেমন উঠিল বাজি',
পায়ে বিদ্যুৎ জেগেছিল কি না—
এতটুকু মনে নাই তা আজি।
ঊর্ব্বশী নামে যে যশ রয়েছে
জানি নে ক্ষুণ্ণ হয়েছে কি না,
জানি নে তাহার কণ্ঠে সেদিন
বেজেছে অথবা বাজেনি বীণা।

মায়া-কাজল

শুধু মনে আছে—সহসা স্বপন
ঘিরে' দিল তনু সোহাগ ভরে,
শুধু মনে আছে—চটুল চাহনি
দু'টি অচপল চক্ষু-পরে !

চোখের চাহনি—সেই ঘিরে' নিল
সারা তনুখানি কুহক দিয়া,
চোখের চাহনি মায়াবীর মতো
লুটে' নিল মোর মুগ্ধ হিয়া !
মূর্চ্ছার মতো সে কি মূর্চ্ছনা—
তাহারে বুঝাব কেমন ক'রে ?
দেবতার মনে যে মোহ জাগে না
তারি মোহে গেল হৃদয় ভ'রে
কামনা যে জাগে স্বর্গের মনে
জীবনে কখনো জানিনি কেহ,
ধন্য তোমারে—ধন্য মানব,
স্বর্গে করেছ মর্ত্ত্য-গেহ !

ঊর্ব্বশীর অভিশাপ

ওগো মর্ত্ত্যের অতুল মানব,—
মোর পানে কেন চাহিলে তুমি ?
হাসির মতন চাহনি তোমার
অণু-পরমাণু রয়েছে চুমি'।

চাহনি তোমার তীরের মতন
বিঁধে' আছে মোর মর্ম্মতলে,
চাহনি তোমার বহ্নির মতো
চিত্ত আমার জ্বালায়ে জ্বলে।

প্রতি পলে তাহা মূরতি লভিছে
দূরে কাছে মোর সুমুখে পিছে,
বসনের মতো দেহ ছেয়ে আছে,
রক্তের মতো বহিছে নীচে !

আজ মনে হয়, সারা দেহ কেন
নৃত্যে সে দিন ওঠেনি নেচে,
হৃদয়ের প্রতি শিরা-উপশিরা
শুধু সঙ্গীতে ওঠেনি বেজে !

মায়া-কাজল

উর্ব্বশী-রূপে যত আলো ছিল
একবার—এক নিমেষ লাগি'—
সারা জীবনেরে নিঃস্ব করিয়া
ঘন হ'য়ে যদি উঠিত জাগি' !

হায়রে দেবতা !—বৃথা গৌরব—
পিপাসায় সেও চাহে যে বারি,
উর্ব্বশী—তারো স্পর্দ্ধা ঘুচায়ে
তারো অন্তরে জাগিছে নারী !

কিনেছি হৃদয়—বিকাইনি কভু,
বিকানোর সুখ—তাহার ব্যথা,
এতদিন ধ'রে মিছে ছিল যাহা
আজ আর নহে কথার কথা।

তাই অভিসারে বাহিরিয়া এনু,
যাচিয়া প্রণয় চাহিনু কাছে,
হয় তো আমারে নিলাজ ভাবিয়া
পার্থ, শিহরি' উঠিছ লাজে।

ঊর্ব্বশীর অভিশাপ

স্বর্গ তোমার মর্ত্ত্য নহে গো
মোরে ফাল্গুনী, ভেবো না হীন,
মোরা ক্ষীণ-প্রাণা মানবী তো নই,
ব্যথা চাপি বুকে' হই না লীন।

দেবতা আমরা আমাদের হিয়া
ছলা-কলা-বাঁধ কিছু না জানে,
প্রেম আমাদের বজ্রের মতো
ব্যক্ত করিতে লাজ না মানে।

যে প্রণয় যেচে পায় না ইন্দ্র,
সে প্রণয় দিনু তোমারে যেচে,
পুঞ্জ মেঘের ঘন বিদ্যুৎ
তবু তো ও চোখে ওঠে না নেচে!

আননে তোমার কোথা দিশাহারা
অতি উচ্ছল আলোর লেখা!
সব সম্বিৎ শেষ ক'রে দিয়ে
মূর্চ্ছা এখনো দিল না দেখা!

মায়া-কাজল

থর-কম্পিত চিত্তের মাঝে
আলিঙ্গনের স্পর্শ মেগে,
অরুণ এ দু'টি চরণের কাছে
এখনো ও জানু এলো না ভেঙে ?

স্থির হ'য়ে তুমি রয়েছ দাঁড়ায়ে
পটে অর্পিত মূর্ত্তিখানি !—
"বিস্ময়ে প্রেম ভাবিও না দেবী"—
হে মানুষ, এ কি তোমারি বাণী ?

শুধু বিস্ময় !—সেদিনের চাওয়া
শুধু বিস্ময়—মিথ্যা কথা !
পার্থ, আমারে ক'রো না ব্যর্থ
হানিও না অপমানের ব্যথা !

যে-চাওয়া তোমার রাঙিয়ে তুলেছে
রক্তে এ হৃদ্‌পিণ্ড মম,
তার মাঝে আর কিছু ছিল নাকো
ব'লো না এ কথা মিথ্যাতম।

উর্ব্বশীর অভিশাপ

সত্য যদি এ—থাক্ তবে থাক্—
তোমারি হৃদয়ে থাক্ সে ঢাকা,
মিছে যদি হয়—মিছে ক'রে বলো
আরো কিছু ছিল তাহাতে আঁকা।

আমি উর্ব্বশী স্বর্গ-বেশ্যা—
চুম্বনে তুলি' স্বর্গ গড়ে',
অমৃতের ধারা মর্ত্ত্যে বহাই,
হাসিতে লীলার পদ্ম ঝরে।
আমার এ আঁখি মদনের ধনু,
শর-সন্ধানে করে না দেরী,
বসন্ত তার পুষ্পের ভারে
দেহ-বল্লরী দিয়েছে ঘেরি'।
কত দর্পীর দর্প ভেঙেছে
আমার এ রূপ দীপ্ত শিখা,
জয়ের মাল্য ললাটে পরেছি,
পরি নাই পরাজয়ের লিখা।

মায়া-কাজল

শিরায় তোমার বহে না রক্ত,
কামনায় নাহি হৃদয় দহে,
যে ব্যথা ধরার আদিম অমোঘ—
তোমারি কারণ সে ব্যথা নহে!
এত কাল ধরি' এত স্তুতি-গীতি—
সকলি কি তবে মিথ্যা খেলা;
উর্ব্বশী—সে কি দেউলিয়া আজ—
স্থির-যৌবন মাটির ঢেলা?
রূপের দেবতা অঙ্গে যে ছিল
সে কি গেছে মোরে করিয়া খালি?
মদে উচ্ছল পান-পাত্রের
সবটুকু সুরা পড়েছে ঢালি'?
এরি মাঝে মোর ফুরায়েছে সব,
ঝরা ফুল সম পড়েছি ঝ'রে?
অপমান মোরে ক'রো না পার্থ,
দিও না লজ্জা এমন ক'রে!

পুরুষের মন নারিনু ভুলাতে—
ধিক্ শত ধিক্ এ রূপে মম,

উর্ব্বশীর অভিশাপ

ভেবো না সহজে ক্ষুব্ধা নারীর
ক্ষমা পাবে তুমি হে নির্ম্মম !
সূর্য্যের পানে চেয়ে থাকে ফুল,
ঝ'রে পড়ে শেষে রৌদ্রে দহি',—
বৃন্তের বুকে অভিমানহীন
আমি বিহ্বল পুষ্প নহি।
আমি ঝঞ্ঝার গর্জ্জন কভু,
কভু উন্মনা গন্ধবহ,
খেয়ালের খোসে ফুঁসে' উঠি রোষে,
খেয়ালে বিলাই অনুগ্রহ।
আমার আদরে অপমান ক'রে
কেহ কোনো দিন পায়নি ছাড়া,
করুণা আমার সুন্দর যত,
ঘৃণা কুৎসিত তাহারো বাড়া।

তবু আজ তব মুখ পানে চেয়ে
মনে হয় শুধু—আমি যে নারী,
ক্ষমা আমাদের ধর্ম্ম কেবল,
দণ্ড মোদের অশ্রুবারি।

শুধু মনে হয়—আমাদের কাজ
স্বষ্টি কেবল ধ্বংস নহে,
ছোট কুঁড়িটিরে ফুটাবার লাগি'
আমাদেরি বুকে রক্ত বহে।

আজ মনে হয়—নয়নের কোণে
এতদিন যত জ্বেলেছি জ্বালা,
সবগুলি তার ব্যর্থ হয়েছে,
পরায়েছে মোরে বহ্নি-মালা।

যত অভিশাপে এত দিন ধরি'
উগারিয়া বিষ দিয়েছি ঢালি',
আমারি জীবন-পথে শুধু তারা
লেপিয়া গিয়াছে গভীর কালি

পার্থ, তোমার শক্তি অসীম,
ছলভরা তুমি স্থকৌশলী,
উর্ব্বশী—তারো চিত্ত তোমার
রূপের বহ্নি নিয়েছে বলি।

স্পর্দ্ধা তাহার করিয়াছ গুঁড়া,
গর্ব্বে তাহার হেনেছ বাজ,
রূপের রুধিরে রাঙায়ে তুলেছ
মাথার তরুণ দীপ্ত তাজ।
ক্ষুদ্র তোমার ক্ষণিক দৃষ্টি
নারী ক'রে তারে তুলেছে গ'ড়ে,
রমণীর স্নেহ-সরস-বরষা—
তারি মোহে গেছে হৃদয় ভ'রে।
দেবতারে তুমি রমণী করেছ
ধৈর্য্যে যাহারা ধাত্রী-সমা,
ভালোবাসা শুধু ধর্ম্ম যাদের,
ধর্ম্ম যাদের কেবল ক্ষমা।
রেখা পড়ে কভু দেবতার বুকে
এ কথা শোনেনি স্বর্গ-ভূমি,
ধন্য তোমারে ঐন্দ্রজালিক,
ধন্য তোমারে,—ধন্য তুমি!

রমণী করেছ তবু মনে রেখো
হেন অপরাধ জগতে আছে,

যার ক্ষমা নাই ক্ষমার মূর্ত্তি
স্নেহ-নির্ঝর নারীরো কাছে।

লাখো নৃপতির নিধি সম্মান
ভারি সে মনের মাণিক দিয়া,
সাত স্বর্গের সম্পদ ত্যজি'
রমণী তাহারে করেছে বিয়া।

সব লাঞ্ছনা ক্ষমা করে নারী,
বুকে সহে তার সকল তাপ,
অসম্মানেরে করে না সে ক্ষমা,
অপমানে শুধু করে না মাপ।

ভূমিকম্পেতে কেঁপে ওঠে ধরা
ঝঞ্ঝায় যার নড়ে না চুল,
এত বুঝে তবু শুধু এইখানে
পার্থ, তোমার হয়েছে ভুল।

*   *   *

*   *

ঊর্ব্বশীর অভিশাপ

যে লাজ নারীর চরম দুঃখ,
সেই লাজ তুমি দিয়েছ মোরে,
মরণের বাড়া যে বেদনা তাহে
চিত্ত আমার দিয়েছ ভ'রে।

শুষ্ক পুরুষ, তাই হোক্ তবে,
লহ স্পর্দ্ধার পুরস্কার,
ঊর্ব্বশী—সে তো জড় জীব নহে,
ক্রীড়নক নহে প্রণয় তাঁর।

অভিশাপ তার কঠোর কঠিন,
অভিশাপ তার ভীষণতম,
আগুনের মতো জ্বালাময় সে যে,
দুঃসহ সে যে বজ্র সম।

দিনু অভিশাপ—র'বে চিরকাল
ক্লীব হ'য়ে রূপে তোমার আঁখি,
চির-অপরূপ রমণীর রূপ
হ'বে তব কাছে মিথ্যা—ফাঁকি।

মায়া-কাজল

আমি দিনু শাপ—মনের অতলে
চিরদিন র'বে বুড়ার বুড়া
রঙিন মদের মতো যৌবন
নেশাহীন হ'বে তাহারো সুরা।

দিনু অভিশাপ—মানবের ছাপ
মর্ম্মে তোমার কিছু না র'বে,
আমারে যেমন রমণী করেছ—
তুমিও নিরেট দেবতা হ'বে!

জীপ্‌সী

জীপ্‌সী মোরা দীন-দুনিয়ার স্বাধীন সেনানী,
গৃহ মোদের গাছের পাতার ছায়ার বোনানী,
শঙ্কা-সরম ভয়-ভাবনা কিচ্ছু না জানি !

ঘূর্ণী বায়ুর ঘোর লেগেছে—আমরা মোরিয়া,
ঘুরে' বেড়াই ঝঞ্ঝা-ঘোড়ার বল্গা ধরিয়া,
মোদের কেহ নেই কো সাথী—আমরা পারিয়া।

রুদ্র দেবের বহ্নি-শিখা ধূলায় উড়ায়ে,
'লু' চলেছে মরু-বুকের বেসাদ কুড়ায়ে,
তার মাঝে কে ?—তারও মাঝে জীপ্‌সী দাঁড়ায়ে !

মায়া-কাজল

* *

*

জীপ্‌সী যুবা হয় না বুড়া শ'য়ের কোঠাতে,
মনের চাবি আমরা রাখি আপ্‌নারি হাতে,
পাকা চুলেও তরুণ মোরা মনের নেশাতে।

ঝাপ্‌সা নহে চোখের কোঠায় মোদের দৃষ্টি,
পড়া পুঁথির আলো সেথায় হয়নি বৃষ্টি,
মনে মোদের আলো দেছে নিজেই সৃষ্টি।

হাতের কোঠায় লক্ষ লোকের ভাগ্য গণিয়া
জীপ্‌সী যুবা ঘুরে' বেড়াই বিরাট দুনিয়া,
নিজের হাতের হরপ শুধু নেইনি চিনিয়া।

* *

*

কার অভিশাপ মিলায়নি কো কালের বাতাসে,
ঘোর লেগেছে প্রাণে তাহার তারই নিশাসে।—
ঝড়ো হাওয়া ঘুরে' বেড়ায় ঝড়ের পারা সে।

জীপ্‌সী

অভিশাপের উল্কা তারা থাম্‌তে জানে না,
সাগর মরু পাহাড় তাদের সমস্ত চেনা,
দূর—সুদূর জীপ্‌সী যুবা কিছুই বাছে না।

ঘরের লাগি' গৃহহীনের কেনই বা বাঞ্ছা ?
তাই হয়েছি ভাগ্য-পাশায় পড়েছি দান যা,
দীন-দুনিয়ার ছেলে এই মোদের পঞ্জা।

* * *

বিশ্ব-মায়ের বুনো ছেলে জীপ্‌সী মোরা গো,
ধরার বুকে কোথাও নাহি মোদের জোড়া গো,
মোদের চেয়ে বুনো নহে বন্য ঘোড়াও।

রাত-সাগরে নেচে চলে বিজ্‌লী তুড়ন্ত,
জীপ্‌সী সে ওই বিদ্যুতেরি মতন দুরন্ত,
মেঘলা রাতেও জীপ্‌সী যুবা নয়কো ঘুমন্ত।

আইন-কানুন বিধি-বাঁধন আমরা মানি কি ?
আমরা চলি মর্জ্জিমত খেয়ালে ঈপ্সি',
বাজের মতো অব্যাহত স্বাধীন জীপ্‌সী।

মায়া-কাজল

*　　*

*

জীপ্‌সী মাথা খাড়া রাখে চিত্তেরি তেজে,
উঁচু মাথা নোয়ায় না সে কারও কাছে যে।
মোড়ল শুধু চিত্ত মোদের ভৃত্য করেছে!

দলের মোড়ল—মনের মোড়ল—সব সে আমাদের,
তারে হেলা করবে সে কোন্ বিদ্রোহী কাফের!
সেলাম—সেলাম—হাজার সেলাম—সেলাম তারে যে

ঝড়ো হাওয়া ঘুরে' বেড়াই ঝড়ের সমানি,
ঘুরে' বেড়াই—ঘুরে' বেড়াই—কিচ্ছু না মানি,
জীপ্‌সী মোরা দীন-তুনিয়ার স্বাধীন সেনানী!

————

স্বেচ্ছাচারী

মেঘের শিকারী মাতিয়াছে আজ প্রলয়ের গানে যে,
সূর্য্য ও সোমে ভাসিয়ে দিয়েছে বরুণের বাণে সে।
মনের আগল খুলে' গেছে তার বিকল বাতাসে গো,
খেয়ালেরে আজ করেছে দরাজ চিত্ত-আকাশে ও।
অথই আঁধার—দোলে কেশে তার বিদ্যুৎ-ফণিণী,
পাগল মেঘের ধরণ দেখিয়া কম্পিতা মেদিনী।

মেঘের মাতাল ভিড় ক'রে আছে আকাশের পাথারে,
ভিড় ক'রে আছে—শক্তি কাহার রোখে, আজ তাহারে
আপন বুকের মাঝখান হ'তে খানিকটা চিরিয়া,
অট্টহাসির উৎসবে ফেলে আকাশেরে ঘিরিয়া।
নিমেষ না যেতে অমনি আবার সুগভীর বেদনে,
চড়্ চড়্ ক'রে ফেটে ভেঙে পড়ে বজ্রের কাঁদনে।

মায়া-কাজল

আজিকে পেয়েছে কালো কালো কালো দৈত্যেরা ছাড়া
দোলা দিয়ে দিয়ে গোটা বিশ্বটা গুঁড়োয় যে তারা গো
ছন্দহীনের ছন্দে নাচিয়া ফেরে তারা আকাশে,
দেবতারা সব স্বর্গ ছেড়েছে দৈত্যের তরাসে।
বর্শা বাগায়ে বর্ষা-রমণী আকাশেরে ভাঙিয়া,
বৃষ্টি-সূতায় গড়িছে ধরার বক্ষের আঙিয়া।

দেবতারা সব বক্ষে কাহার বজ্রেরে হেনেছে,
বর্শা হস্তে যুদ্ধে তাই তো বর্ষা সে নেমেছে।
ওরি কালো কেশ নীল আকাশের গর্ব্ব ভেঙেছে গো,
ওরি আলো রাশি হাসিটির রঙে পুষ্পে রেঙেছে গো।
অতি আচম্‌কা চক্‌মকি ওর চুম্‌কি জ্বেলেছে যে,
সৃষ্টি-ভাঙার মন্ত্রে ও আজ সৃষ্টিরে রেখেছে।

ছিন্নমস্তা মাতিয়াছে আজ রক্তের পিপাসায়,
রক্ত তাহার লক্ষ ধারায় ফিন্‌কি হানিছে হায়!
রক্তের লাল নিয়েছে তাহার সন্ধ্যা-সবিতৃ,
রক্তের জলে ভিজিয়া শ্যামল সবুজ ধরিত্রী।

স্বেচ্ছাচারী

জমাট সে জল—রূঢ় তুষারের কঙ্কর কুঁড়ায়ে,
ঘোর উন্মাদ বাতাস দু'হাতে দিয়েছেরে ছড়ায়ে।

ক্ষ্যাপা উন্মাদ জাগিয়াছে আজ ঝঞ্ঝার পবনে,
ভাঙা-গড়া ভার চলিয়াছে তার গগনে ও ভুবনে।
হাসিয়া কাঁদিয়া জীবনের কাঠি মরণের কাঠিতে,
মর্জ্জি মতন জীবন মরণ দুয়েরেই বাঁটিছে।
মর্জ্জি তাহার স্বেচ্ছাচারিণী—আর্জ্জি মানে না গো—
খেয়াল তাহার কি যে চাহে আজ নিজেই জানে না ও!

মেঘের প্রেম

নীল নির্ম্মল স্নিগ্ধ সুদূর গগনে
দু'টি প্রান্তর ঢাকি',
সহসা দু'খানি জলদ সে কোন্ লগনে
মেলিল মলিন আঁখি!
হাজার যোজন তাহাদের ছাড়াছাড়ি,
গুরু ভার বুকে গুমরে অশ্রু বারি।
আর্দ্র বাতাস কঠোর স্পর্শ হানিয়া,
মাঝে মাঝে যায় শিথিল বস্ত্র টানিয়া।
অসীম আকাশে ছোট দু'টি মেঘ
কাঁপিতেছে থাকি' থাকি',
অতি অসহায় এ উহারে চায়
মেলিয়া মলিন আঁখি।

মেঘের প্রেম

বিকল হৃদয় ব্যাকুল প্রণয় পরশে—
উন্মাদ তারা আজি,
চরণে দলিয়া ছুটিয়া চলেছে হরষে
পথের বিঘ্ন রাজি।

দুরু দুরু হিয়া কাঁপিয়া উঠিছে বুকে,
কখনো বা ভয়ে কখনো গভীর সুখে।
স্বপ্ন-অলস নিবিড় নয়ন লুটিয়া,
কত ছন্দের স্পন্দন ওঠে ফুটিয়া।

চির জীবনের মিলন রাগিণী
হৃদয়ে উঠেছে বাজি।
আজি তারা পায় দলিবারে চায়
পথের বিঘ্ন রাজি।

কাছে—অতি কাছে, পাশাপাশি—শেষে পলকে
উভয়ে আত্মহারা,
মধু মিলনের মদির দীপ্ত আলোকে
ঝাঁপায়ে পড়িল তারা।

মায়া-কাজল

বিদ্যুতে আঁকা তৃষিত তপ্ত কর—
দু'জনা দোঁহারে বাঁধিল বক্ষ-পর।
রুদ্ধ রোদন পুলকে পড়িল ভাঙিয়া,
চকিত হাস্যে ওষ্ঠ সে গেল রাঙিয়া।
মুগ্ধ নয়ন প্লাবিয়া ঝরিল
মিলন অশ্রু-ধারা,
মিলন যখন ফুরালো তখন
নিমিষে মিলালো তারা!

বর্ষা-বরণ

এস—নেমে এস সঘন বাদল—
সিক্ত সজল আঁখি,
কুজ্‌ঝটিকার চিকুরে তোমারে
ধরণীরে দেহ ঢাকি'।
নব জীবনের প্রসব ব্যথায়
ধরা আজি শিহরায়,
রুদ্ধ নিশাসে অধীর বাতাস
তারি কথা হেঁকে যায় !

জল-চঞ্চল অঞ্চল তল
নেমে এস নিঙারিয়া,
ধরার রুক্ষ কঠিন বক্ষ
কম করে পরশিয়া।
হরিৎ শস্য ক্ষেত্রের মাঝে
হোক্ তব আগমন,
পুষ্প-মালার অর্ঘ্য ডালায়
ধরা করে আবাহন।

মায়া-কাজল

তড়িৎ চমক চকিত ঠমক,
কুটিল বক্র গতি !
বিধুরা বধূর অশ্রু-মধুর
লহ প্রীতি-পূজারতি।
বঁধুর দেহের পরশ তাহার
তোমার অঙ্গে আছে,
বিরহী হিয়ার অশ্রুর ভার
বিরহিনী আজি যাচে !

বিচিত্র তনু ইন্দ্র-ধনুর
লক্ষ বরণে আঁকা,
সীমা-শেষ হীন কান্ত নবীন
তোমার অতনু পাখা।
নির্ভরি' তাহে মুক্ত প্রবাহে
এস নেমে ঝাঁকে ঝাঁকে,
চরণ কেয়ূর মুগ্ধ ময়ূর
তোমারে যাচিয়া হাঁকে।

বর্ষা-বরণ

এস নিদাঘের নির্ঝর-নদী
সলিলে পূর্ণ করি',
এস এ ধরার দুর্ভাবনার
পাণ্ডুরতায় হরি'।
কেতকী ফুলের অধরে ছড়াও
চূর্ণ পরাগ তব,
দাও টেনে দাও মেঘের নয়নে
কজ্জল অভিনব।

অশ্রু-ধারার পরশ তোমার—
যেমনি হৃদয়ে লাগে,
ভুবনের ভ্রূণ তন্দ্রার মাঝে
হঠাৎ শিহরি' জাগে।
তারি শিহরণে কদম কেশর
পলে পলে হয় গড়া—
ওগো বর্ষার বিপুল পাথার,
এস—এস ডাকে ধরা!

তড়িৎ লতার মঞ্জরী

তড়িৎ লতার মঞ্জরী,
হৃদয় আমার হ'রে নেছে
রুদ্র রূপের সুন্দরী !
হাহা হাহা মেঘের গানে,
আকাশ ঘিরে' বজ্র হানে,
রুদ্র রূপের মধ্যখানে
হৃদয় ওঠে গুঞ্জরি' ।
বল্গা-ছেঁড়া ঘোড়ার মতো
নেচে চলে ঝঞ্ঝারে,
দিগ্বিদিকে ছুটে' বেড়ায়
ক্রন্দনেরি বাঙ্কারে ।
হুহু হুহু ধারার কোলে,
অন্ধকারের মর্ম্ম দোলে,
রুদ্র রূপের ঐ অতলে
চিত্ত ফেরে সন্তরি' !

বর্ষায়

এলো বরষার প্রথম প্রভাত—
মিলন-যজ্ঞ-হোতা।
কাঁদিয়া গাহিছে অন্তর আজি—
তুমি কোথা—তুমি কোথা !
ঝর-ঝর-ঝর ঝরিছে বাদল,
নীপের কেশরে কাঁপে পরিমল,
দিকে দিকে নীল জলদের দল
এলায়েছে তনু-লতা।
আজি বরষার প্রথম প্রভাত—
তুমি কোথা—তুমি কোথা !

মায়া-কাজল

ধরার মর্ম্ম গুমরিয়া ওঠে—
কি করুণ তার ভাষা !
গভীর ছন্দে মেঘের মন্দ্র
শুধু করে যাওয়া-আসা।
পথে পথে ফেরে পথ-হারা বায়,
তড়িতের আলো কালো হ'য়ে যায়,
জল-ভরা আঁখি শত ছলে গায়
বিরহের কল-কথা।
আজি বরষার প্রথম প্রভাত—
তুমি কোথা—তুমি কোথা !

মিলন-পিয়াস দেহের দুয়ারে
শিহরি' শিহরি' ঝরে,
নীরব নিশাস খ'সে মিশে' যায়
শূন্য শয়ন পরে।
সবখানি হিয়া বুঝাবারে চাই,
বুঝিবার লোক খুঁজে' নাহি পাই,
কেহ নাহি পাশে—নাই—কিছু নাই—
কি ক'ব সে কি যে ব্যথা !

বর্ষায়

আজি বরষার প্রথম প্রভাত—
তুমি কোথা—তুমি কোথা !

যে ব্যথা জাগিছে আমার এ বুকে
আজি তা ফুটেছে মেঘে,
ঘন-ঘোর দু'টি বারি-ভরা আঁখি
তারি সাথে ওঠে জেগে !
আঘাতি' কপাট মোর জানালার
করের শব্দ আসে বার বার,
চমকিয়া উঠে' খুলে' দেখি দ্বার
অকারণ আকুলতা।
এলো বরষার প্রথম প্রভাত—
তুমি কোথা—তুমি কোথা !

প্রভাতের আলো ম্লান হাসিহীন
প্রভাত প্রদীপ সম,
কেশ-ঘন-ঘোর আজি এ আকাশ—
নিবিড় চিত্ত মম।

দিল্-মোহানায় জেগেছে কি বান—
কে আজ তাহার রাখে সন্ধান ?
বাতাসে ঝরাই বৃথা অভিমান—
এমনি এ ব্যর্থতা !
হায় বরষার প্রথম প্রভাত—
তুমি কোথা—তুমি কোথা !

কুসুমের স্তন-তট হ'তে খসি'
সুরভি বাতাসে ভাসে,
চেনা পরশের হারানো হরষ
তারি সাথে ভেসে আসে।
সারা দেশ আজি স্তব্ধ নিজন,
শুধু দূরে জাগে কপোত কূজন,
মুখে মুখ তারা করিছে সৃজন
মিলন-বিহ্বলতা।
আজি বরষার প্রথম প্রভাত—
তুমি কোথা—তুমি কোথা !

বর্ষায়

তুমি আস নাই—ছায়া শুধু তরু
করিতেছে আনা-গোনা,
মায়া-মরীচিকা তারি সাথে যেন
মোর যত জানা-শোনা!
সারা হিয়া আজি বিবশ বিকল,
কূলে কূলে তার জল-ছল-ছল,
তোমার হাসির শ্বেত শতদল
তাই খুঁজি হেথা-হোথা।
এলো বরষার প্রথম প্রভাত—
তুমি কোথা—তুমি কোথা!

জ্যোৎস্না রাতে

আল্‌গোছে আয় সখি,
বোস্‌ পাশটায়,
কেউ নেই দূরে কাছে
দোরে জান্‌লায়।
থাকে যদি—তুই কেন
হোস্‌ চঞ্চল ?
দেহ চায় দেহটারে
কে না জানে বল্‌ !

চারি ধারে যুথী-জাতী-
কুন্দ-অশোক,
নীল সাগরের মায়া
তোল্‌ দু'টি চোখ্‌।
মিছে খুঁৎ—তোর সখি,
সবই অদ্ভুত,
মেঘে মেঘে চির দিনই
জাগে বিদ্যুৎ !

জ্যোৎস্না রাতে

ঠোঁটে তোর ভেঙেছে কে
রাঙা কুম্‌কুম্‌ ?
লোভী মন চায় ওরই
গোটা-কত চুম্‌।
ঐ দেখ্‌ কত চুমা
ঝরে জ্যোৎস্নায়—
তুই শুধু ম'রে যাস্‌
মিছে লজ্জায় !

বাহু মূলে উচ্ছলে
স্রোত তড়িতের,
বুকে বুকে বীণ বাজে
পাস্‌নি সে টের ?
তনু-মন অনুখন
তোরে চায় আজ,
গাঙে যদি বান ডাকে
সে কি তার লাজ !

রাতের ইতিহাস

—কত রাত ?—
—সবে সাঁঝ ।—
—বইখানা ?—
—থাক্ আজ ।—
—সেই বেশ ।—
—কাছে বোসো ।...
আরো কাছে !—
—যাই রোসো ।—
—কেয়া ফুল...—
—কোথা হাঁকে ?—
—পাপিয়াটা...—
—খাসা ডাকে ।—
—কি হ'লো গো ?—
—চুমা দাও ।—
—ফের ফাঁকি ?—
—এই নাও ।—

রাতের ইতিহাস

* *

*

—কত রাত ?—

—বারোটা যে ।—

—সে কি কথা !...

এরি মাঝে !—

—কে ও হোথা ?

কি ও নড়ে ?—

—কিছু নয়,

পাতা ঝরে ।—

—আকাশটা

আঁধিয়ার ।—

—প্রিয়া নেই

বুকে তার ।—

—চুমো চাই ।—

—ক'টা চাও ?—

—মোটে দু'টো ?—

—আরো নাও ।—

*   *

*

—কত রাত ?—
—তা কে জানে ?—
—আজ কথা···—
—কানে কানে ।—
—ওকি হাঁকে ?—
—জুড়িদার ।—
—চায় কি ও ?—
—সাথী তার ।—
—বেল কুঁড়ি···—
—এনেছে কে ?—
—দু'টি ঠোঁটে
ফুটেছে সে ?—
—কথা শোনো !—
—চোখ্ চাও ।—
—দু'টি চুমো ।—
—এই নাও !—

রাতের ইতিহাস

* *
*

—কত রাত ?—
—নেই আর !—
—ওগো দেখো ।—
—কি আবার ?—
—চোখে জল ?—
—ভারি জানো ।—
—মুখখানি—
—কাছে আনো ।—
—পাখীগুলো···—
—চুপ করো ।—
—ঘুমিয়েছ ?—
—আহা সরো ।—
—আরো কাছে ।—
—চুমো দাও ।
আরো···আরো—
—নাও···নাও !—

সাফাই

গোপনে সে চেয়েই যদি থাকে
চুপ্‌টি ক'রে আমার মুখের পানে,
আমার আঁখি মিশেই থাকে যদি
নীরবে তার চকিত নয়ানে ;
আমাদের সেই অতি গোপনটাকে
তফাৎ থেকে কাউকে দেখে নেবার
অধিকার তো দেইনি মোটেই মোরা,
বলিওনি কো ঢাক বাজিয়ে দেবার।
তোরা তবে তারেই নিয়ে কেন
নাড়া চাড়া করিস্‌ মিছে এতো ?
সে চেয়েছে আমার মুখের পানেই—
তোদের মুখে চায়নি কভু সে তো !

আড়ালে সে আমার সাথে যদি
ব'লেই থাকে গোটা কয়েক কথা,

সাফাই

আর আমি না ক'রেই যদি থাকি
তাহার প্রতি কঠোর কৃপণতা ;
মনের ভুলে নানা কথার ছলে
পেরিয়ে থাকি বুড়ি-গাঙের চর,
তাতে তোদের কি-ই বা আছে ক্ষতি,
কেন ঝরাস্ অত কথার ঝড় !
পরের কথা—তারেই নিয়ে কেন
চিত্ত তোদের টাটিয়ে ওঠে এতো ?
আমার সাথেই হয়েছে তার কথা—
তোদের সাথে কয়নি কথা সে তো !

নির্জনে সে নিয়েই থাকে যদি
হাতটি আমার তুলে' নিজের হাতে,
আর আমি না স'রে গিয়েই থাকি
গভীর রাগে—গভীর লাজের সাথে ;
হাতের পরে মিঠে হাতের পরশ—
সময় তাতে অম্নি ব'য়েই যায়···
তোরা কেন দেখ্বি তারেই চেয়ে,
হাস্বি আরো চোখের ঈশারায় ।

মায়া-কাজল

মোদের মিলন আমাদেরই ব্যাপার,
মাতামাতি তোদের কেন এতো?
আমার হাতেই হাত সে রেখেছিল—
তোদের হাত ধরেওনি কো সে তো!

আবেগটিরে রুখ্‌তে গিয়ে যদি
মোর মুখে সে চুমোর রেখা আঁকে?
আচম্বিতে আমার অধরটিও
অধরে তার ঝুঁকে' পড়েই থাকে,
মাথামাখি তরুণ-তরুণীর—
সে যে শুধু অকস্মাতের মার,
আড়াল থেকে কে-ই বা বলে দেখো—
দেখিস্ যদি হল্লা কিসের তার?
পরের ব্যাপার—তারেই নিয়ে বল্
তোদের কেন মাথার ব্যথা এতো?
সে খেয়েছে আমার মুখেই চুমো—
তোদের মুখে খায়নি চুমো সে তো!

অপরূপ

তার চেয়ে বেশী সুন্দর বলি' আমি তো জানিনে কারে,
প্রতিটি অঙ্গ পরখো করিয়া বিচার করিনি তারে,
আমি শুধু বুঝি—লতায়ে যখন বাঁধে মোরে বাহু-লতা—
সে বাহুর তার তুলা নাহি আর—মুখে নাহি সরে কথা।

কেহ না মানুক—আমি মানি ওরে, সুন্দর সে যে কত,
যদিও তাহারে নিক্তিতে তুলি' দেখিনি দেখার মতো।
অধরে তাহার ঘন চুম্বন নত হ'য়ে নামে যবে,
অমৃত-পাথার সে ঠোঁঠের তার তুলনা কেমনে হ'বে!

জগতের মাঝে সব চেয়ে সেরা সুন্দর সে যে জানি,
যদিও তাহার কষ্টি-পাথর আমারি দৃষ্টি খানি।
হরিণের মতো নয়নে যখন তাকায় মমতা মাখি',
সে আঁখির তার জোড়া কোথা আর—বিস্ময়ে চেয়ে থাকি!

চাঁদের মাধুরী মাপিবার লাগি' বৃথা চাওয়া তারা পানে,
অপূর্ব্ব সে যে—সুন্দর সে যে—মোর মন তাহা জানে।
অতি অপরূপ মনের দেবতা তারি রূপে দিশাহারা,
তাই তো তাহার জোড়া নাহি আর—হৃদয় পেয়েছে সাড়া!

অভিব্যক্তি

কদম তাহার কেশরে শিহরি'
বাতাসে ডাকিয়া কয়,—
হে বাতাস, মোর তনু-মন-প্রাণ
সকলি যে তোমা-ময়।
সে ভাষা শুনিয়া থমকিয়া চায়
পুরুষ মুগ্ধ হিয়া,
আলিঙ্গনের আড়ালে সহসা
বাঁধিয়া সে নিল প্রিয়া!

তৃণ-মঞ্জরী জাগিয়া সে কয়
ফাগুনের কানে কানে,—
কত আঁধারের মরু পার হ'য়ে
পেনু তব সন্ধানে!

অভিব্যক্তি

রমণীর কানে সহসা বাজিল
সে ভাষা অতুলনীয়—
পুরুষের মাঝে লভিল নিমেষে
প্রিয় সে—প্রাণের প্রিয় !

তার পরে হায় যেমন করিয়া
ধরার বক্ষ পরে,
মেঘ নেমে এসে আপনারে সঁপে
বিহ্বল মর্ম্মরে,
একটি চুমার মাঝারে সঁপিয়া
সে মাধুরী অনুপমা,
লুব্ধ প্রণয়ী কহিল কেবল
অতি ছোট—'প্রিয়তমা' !

আর আলোকের রেখাটি যেমন
আকাশেরে কহে ডাকি'—
নয়নের পথে হৃদয় এনেছি,
কিছু তো রাখিনি বাকী ;

মায়া-কাজল

স্নিগ্ধ আঁখির কোলে ভ'রে নিয়া
সে নিরুপম,
মুগ্ধা প্রেয়সী কহিল কেবল
অতি ছোট—'প্রিয়তম !'

অতল গভীর দু'টি হৃদয়ের
উতলা উর্ম্মি রাশি,
কথার মাঝারে সেই তো প্রথম
উঠিয়াছে উচ্ছ্বাসি'।
ছোট দু'টি সেই আদিম কথায়
যে ছবি হয়েছে গড়া,
আজিকার এই হাজারো কথায়
সে ছবি পড়ে না ধরা।



তনু

পরিপূর্ণ পুষ্প-তনু আঁখি মেলি' চায়—
কামনার পঙ্কে গড়া প্রেমের কমল,
বিকাশের শিহরণে চকিত চঞ্চল,
অরূপ পড়েছে বাঁধা রূপের মায়ায়।
তরঙ্গ মূরছি পড়ে সৈকতের পায়—
দেবতা পেয়েছে সুধা—দৈত্য হলাহল,
বসন্ত ছড়ায়ে যায় দেহ-পরিমল,
নিদাঘের জ্বালা ঝরে স্তনের চূড়ায়।
নত হ'য়ে নামিয়াছে সুদূর বিমান,
ধরণী নভের পানে বাড়ায়েছে কর,
মৃত্যুর পাথারে দোলে জীবনের গান,
জীবন লুটায়ে পড়ে মৃত্যুর ভিতর।
অতনু হয়েছে ভস্ম—তার পুষ্প বান—
রেখে গেছে তরুণীর তনু মনোহর !

আঁখি

দু'টি আঁখি—দু'টি দীপ্ত প্রভাত অরুণ,
অজানা রহস্য ওরি মাঝে করে বাস,
পলে পলে দেয় নব সৃষ্টির আভাস,
দৃষ্টি দিয়ে গ'ড়ে তোলে প্রসন্ন ফাল্গুন।
দু'টি আঁখি—মদনের দু'টি ধনুর্গুণ,
তূণ তার শূন্য করে দৃষ্টির বিলাস,
সহসা ঝরায়ে যায় অজস্র নিশ্বাস—
কখনো বা ঝরে ধারা—কখনো আগুন!
দু'টি আঁখি—মেঘ আর জ্যোৎস্না ঘনায়,—
নিখিল ভুলের বোঝা করিছে চয়ন,
কে জানে কি বল আছে চোখের মায়ায়!—
তারায় তারায় দোলে আলোর কাঁপন।
তরঙ্গিত নীল সিন্ধু অন্তরে ফেনায়—
নীল চোখে জাগে তারি ছন্দের স্বপন!

কল হাস্য

অনিন্দিত কল হাস্য অধরের তীরে—
অভিনব আনন্দের রসে ভরপূর !
কল্পনা রেখেছে তারে ছায়ালোকে ঘিরে',
বাস্তব করেছে আরো বিচিত্র মধুর ।
আলো নয়—আলেয়ার আগুনের শিখা,
বিমুগ্ধ বিশ্বের আঁখি ভয়ে ভয়ে চায়,
দীপ্ত দাহে গ'ড়ে ওঠে মায়া-মরীচিকা,
কেহ পথ পায়—কেহ পথেরে হারায় !
কে জানে ও কার পানে মেলেছে নয়ন ?
দশন-শাসন বৃথা—শুধু অর্থহীন ।
চিত্তের অতলে আছে পরশ রতন,
বাহিরে ফুটেছে তারি গুটি-কত চিন্ ।
চারি পাশে ঝ'রে পড়ে চাঁদের কিরণ…
স্বপ্ন দিয়ে গড়েছে কে সোনার হরিণ !

অকূল পাথার

যেথা আছে ধরণীর যা কিছু বিভব,
সব ছেঁকে গ'ড়ে তোলা তনু দেহখানি।
এক তনু-তট তলে মিলিয়াছে সব—
সুখের অজস্র হাসি—বেদনার গ্লানি!
আকাশ পড়েছে ভাঙি' নীল দু'টি চোখে,
মুখে জাগে সমুদ্রের লাবণ্য-জোয়ার,
জ্যোৎস্নাঞ্জমায়ে তারি অকুণ্ঠ কৌতুকে
বক্ষে ডানা মেলিয়াছে পুষ্পের পাহাড়!
কখনো মনের বনে ফোটে শতদল,
কভু সেথা জেগে ওঠে মেঘের ময়ূর,
অধরে অরুণ হাস্য, আঁখি-ভরা জল,
বসন্ত ও বরষার বিচিত্র সে সুর!
কে বলে সসীম দেহ, আমি দেখি তার
সীমা নাই—শেষ নাই—অকূল পাথার!

অনন্ত স্বপন

এ দেহ মাটির দেহ—ধূলি দিয়ে গড়া,
ধূলির সহিত ধূলি মিশে' হ'বে লয়,
এই বসন্তের হাসি পত্র-পুষ্পে ভরা,
কে জানে হ'বে না কাল বিস্মৃত-বিস্ময় !
তাই আজ যত পারো ক'রে নাও পান,
ধরার অধর-সুরা—সুধা সমুচ্ছল,
কাল যদি শেষ হয় জীবনের গান,
তবু মনে হ'বে জন্ম হয়নি নিষ্ফল।
পরিপুষ্ট দ্রাক্ষা সম দুঃসহ উচ্ছ্বাসে
যৌবন তনুর তটে মেলিছে নয়ন,
নিপীড়িয়া নিঙারিয়া নিশ্বাসে নিশ্বাসে,
তারি মধু করি' লহ নিঃশেষে শোষণ।
কুসুমের দল ঝরে বাতাসে বাতাসে,...
জীবন ধরার বুকে অনন্ত স্বপন !

কথামৃত

কথা কহ—অন্তরের অমৃতের রাশি
অধরে উঠুক ছেপে প্রচুর মধুর,
যে আলো রয়েছে বুকে বাহিরে বিকাশি'
আঁধারের ঐরাবত করুক সে দূর।
কথা কহ—হৃদয়ের নিভৃত গোপনে
যে কথা রয়েছে ঢাকা—কহ বার বার,
যে কথা জাগিয়া ওঠে চুম্বনে গুঞ্জনে,
সে ভাষা ধ্বনিত হোক্ অধরে তোমার।
কথা কহ—বাহু-পাশ যে কথার ভাষা,
নিখিল হারায়ে যায় যে কথার মাঝে,
যে ভাষার বুকে জাগে দুরন্ত দুরাশা,
সে ভাষায় কথা কহ নিঃশঙ্ক নিলাজে।
অন্তরে উচ্চারে মন্ত্র দ্বিধাহীন মন—
কথা কহ—টুটে' যাক্ গোপন বাঁধন।

চিরন্তন

বিদায়ের দূত এলো ঘনীয়ে দুয়ারে—
তুমি লিখিয়াছ লেখা সারা দেহময়,
তাই তো পড়িনি ভেঙে বেদনার ভারে,
জাগেনি মর্ম্মের মাঝে মৃত্যুর প্রলয়।
বৃথা বিদায়ের বাণী—চকিত চঞ্চল,
এ চোখে তোমারি দিঠি হানে শিহরণ,
কত সে কালের ছোঁয়া—হয়নি শীতল,
উচ্ছৃত তেমনি আছে উত্তপ্ত চুম্বন।
তোমারে বেসেছি ভালো—ভালোবাসি তাই
তোমার পরশে ছাওয়া এই তনুখানি,
এ তনুর তীরে তীরে কোথা তুমি নাই ?
তাই তো একান্ত মিথ্যা বিদায়ের বাণী।
ঐ তব স্পর্শ আর এই আলিঙ্গন
আমার দেহের মাঝে এরা চিরন্তন !

আগমনী

বঁধু এলো দরজায় কি করিস্ ব'সে?
বুকের বসন খানি পথে দে এলায়ে,
পড়ুক পায়ের ধূলা তারি পরে খ'সে,
ধ্বনিটি জড়ায়ে যাক্ তারি গায়ে গায়ে।
তারপর তাই দিয়ে বেঁধে নে হৃদয়,
ঢেকে দে গরবে দু'টি ঘন পীন স্তন
যদি চ'লে যায় যাক্—কি তাহাতে ভয়?
সে যাক্— যাবে না তার গাঢ় আলিঙ্গন।
সে যাক্—যাবে না তার ললিত পরশ,
সর্ব্বাঙ্গে জড়ায়ে র'বে চকিত তড়িৎ,
সে যাক্—যাবে না তার লীলার রভস,
তনুর সুগন্ধে ঘেরা র'বে চারিভিত।
অন্তরের ফল্গু হ'তে অফুরানো রস
রাখিবে শ্যামল ক'রে মিলন-সম্বিৎ।

বৈষ্ণব কবিতা

কি ছবি এঁকেছ কান্ত কোমল আঁখরে !—
পদে পদে তারি মাঝে চিত্ত দিশাহীন,
নিখিল-বাসনা রাশি ফুটে' থরে থরে,
নর-নারী মনোমধু হোথায় নিলীন।
দুরু দুরু কাঁপে বুক, সঘনে জঘন,
যমুনা উজান পানে ফিরে' যেতে চায়,
আবেশে শিহরি' ওঠে নব নীপ-বন,
বঁধুরে বাঁধার লাগি' বেপথু হিয়ায়।
গুরু গুরু ডাকে মেঘ—হিয়া বেপমান,
প্রেম সে হয়েছে মূর্ত্ত ওরি মাঝখানে,
অজস্র হৃদয় নদী বয়েছে উজান,
কত ঘট ভেসে গেছে সে কথা কে জানে !
ঐ গানে চিরন্তনী রমণীর প্রাণ,
রয়েছে অমর হ'য়ে নরের ধেয়ানে।

ভারতচন্দ্র

কোনোখানে রাখো নাই কোনো অন্তরাল,
বৈষ্ণবের রাধা-কৃষ্ণ কেহ নহে তব,
লাজ সে তোমার কাছে ভীরুর খেয়াল—
মুখে জাগে মদনের মন্ত্র অভিনব।
দগ্ধ কাম প্রাণ পেয়ে ধীরে ওঠে বসি,
গানের আগুনে ভস্ম সুরুচি যুগের,
হৃদয়ের পুষ্প-পুটে বস্ত্র পড়ে খসি',
চোর সে ধারে না ধার বাধা-বাঁধনের।
নিমিষে মিলায়ে যায় বুকের বসন,
পাহাড় নুমিয়া দেহে দেহ টানি' লয়,
দুঃসহ আবেগে কাঁপে সারা তনু-মন,
তারি সাথে কেঁপে ওঠে বিশ্বের হৃদয়।
যে কথা কেবল শোনে নিশীথ-শ্রবণ,
তাই দিয়ে সভা কবি, ক'রে নিলে জয়।

ওমরের স্বপ্ন

পরিপূর্ণ করি' দেহ পানের পেয়ালা,
দলিত দ্রাক্ষার রসে পাত্র দেহ ভরি',
নামে সন্ধ্যা সঙ্গীহীন নিঃশব্দ নিরালা,
তারি ছোঁয়া সারা হিয়া তুলিছে শিহরি'।
তরুণী ইরাণী সাকি, ঢালো সুরা—ঢালো,
আরো দাও—দাও ভরি' কণ্ঠের গেলাস,
বাহিরে ঘনাক্ রাত্রি আঁধার ঘোরালো,
হৃদয়ে উঠুক জাগি' আলোর বিলাস।
বৃথা ঐ বেশ-বাস—দেহ আভরণ,
মাতাল বেতাল সখি—খেয়ালে বিহ্বল,
অধরে জেগেছে তার অগস্ত্য-চুম্বন,
ঢালো সুধা ক্ষুধা-হরা—ও নহে গরল।
ঢালো সুরা—আরো ঢালো—আঁখি মুদে' আসে,
অধরে পেয়ালা থাক্, তুমি থাকো পাশে !

মাস-পহেলা

মাস-পহেলা আজকে রে ভাই, মাসের প্রথম দিন,
ফুল-শিশুরা সব পরেছে ফাগেরি কৌপীন,
গাছের পাতা সবুজ হ'লো, মন হ'লো নবীন।

দীপ্তি দোলে ফুলের বুকে—দোলে হৃদয়ময়,
মন-মরা যে তাদের তরে আজের এদিন নয়,
বাতাসে আজ সাঁৎরে বেড়ায় ডানপিটেদের জয়।

আজের দিনেই অগস্ত্য তো বাইরে দিলেন পা,
সেই অগস্ত্য গণ্ডুষে যে শুষ্‌লে সাগর গা,
আর ফেরেননি—না-ফেরাটাই মস্ত কথা না।

* * *

মাস-পহেলা মাসের প্রথম—খোস্‌ করো আজ দিল্‌,
দুপুর রোদের মদ্য পিয়ে ঐ যে চেঁচায় চিল,
বিঁধ্‌ছে কানে?—তবু দোরে আজ দিও না খিল।

মাস-পহেলা

খিল দিও না দোরে তোমার—একটু পাতো কান,
চিলের গানেই বাজ্‌চে আজি ঘর-ছাড়াদের গান,
ঐ গানে আজ যোগ দিয়েছে নিখিল ধরার প্রাণ।

দিল্‌-খোলাসা নিখিল আজি—যা পাও তুলে' নাও,
ক্ষুধা যদি লেগেই থাকে নাও খেয়ে যা পাও,
নইলে অথির হাওয়ার সাথে মন করো উধাও।

*　　*　　*

মাস-পহেলা—পয়লা প্রভাত মাস-কাবারের পর,
কার চোখেতে আজও ঝরে অশ্রুরি নির্ঝর?
নতুন দিনের নিকট হ'তে নিক্‌ চেয়ে সে বর।

নিটোল রবি—নিতল দুখে সেও তো শুয়েছে,
সারা রাতি তারও চোখে ঝর্‌ণা ঝরেছে,
ভোর না হ'তেই তার হাসিতে বানও ডেকেছে।

একটি তারা হারিয়েছে কাল আঁধার দরিয়ায়,
তারই লাগি' ডুক্‌রে কেঁদে কর্‌ছে কে হায় হায়?
মাস-পহেলার মন-ভুলানী ডাক দিয়েছে তায়!

মায়া-কাজল

*　　　*　　　*

মাস-পহেলা মাসের প্রথম—মন-হারানো সুর
ছড়িয়ে দেছে দিগ্বিদিকে অশান্ত রৌদ্দুর ;
সেই রোদে ঐ জ্বল্‌ছে দূরে ময়দানবের পুর।

ময়দানবের জ্বল্‌ছে পুরী—সোনার পালঙ্কে,
লুট্‌ছে দেহ রাজ-কুমারীর—অসাড় আতঙ্কে,
জীয়ন-কাঠি তার ললাটে আজ ছোঁয়ালেন কে ?

রাজ-কুমারীর নিদ্‌ টুটেছে—চোখ্‌ মেলে সে চায়,
ছু'টো চোখের পাতার তলে কি সুখ শিহরায় !
বে-পরোয়া রাজ-কুমারের জয়-গানই সে গায়।

*　　　*　　　*

মাস-পহেলা আজকে রে ভাই, মাসের প্রথম দিন,
শিমূল শাখা উঁচিয়েছে আজ বিদ্রোহ সঙ্গীন,
অশোক বনেও ঐ দেখা যায় ঝড়ো-হাওয়ার চিন্‌।

ঝড়ো-হাওয়া মনরে মাতায়, পথ পানে দেয় ডাক্‌,
মাস-পহেলার ঝেড়ো-হাওয়া চিত্তে লাগায় তাক্‌,
গানে গানে ভ'রে ওঠে মনেরি মৌচাক !

ভাদ্র মাসের গান

ভাদ্র মাসে মাঠের মাঝে অথই সমুদ্দুর,
মাঝির গানে উছ্‌লে ওঠে ভাটিয়ালের সুর।
স্রোতের টানে তীরে তীরে ফিক্‌রে ফেরে জল,
দাঁড়ের ব'ঠে হীরের ঝোরা ঝরায় অবিরল।
নৌকা চলে পালের ভরে বাধা-বাঁধনহীন—
গাঁয়ের কথা মনে প'ড়ে মন যে উদাসীন!

ভাদ্র মাসে ডগ-মগ কল্‌মী-লতাগুলি
লাখো ফুলে চোখে বুলায় মায়া-লোকের তুলি।
জলের মাঝে উঁচিয়ে মাথা জাগে 'আমন' ধান,
গাঁয়ের চাষার চিত্ত নাচায় সুখ-সায়রের বান।
মনের মদে মাতাল হ'য়ে 'শাফ্‌লা' বধূ চায়,
দূর-প্রবাসে বাড়ীর লাগি' মন যে শিহরায়!

মায়া-কাজল

ভাদ্র মাসে এলা-মেঘের খোলা কেশের পাশ ;
হাল্‌কা হাওয়ায় উ'ড়ে চলে—গুম্‌রে ফেলে শ্বাস।
রোদের চুমো আগুন জ্বালে দীপ্ত দিনের বুকে,
সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাখীরা কৌতুকে।
শরৎ শিশুর সজল চোখে ঘনায় শ্যামলতা—
মন যে কাঁদে স্মরণ ক'রে প্রিয়জনের কথা !

ভাদ্র মাসে আকাশ ছেয়ে ছড়িয়ে পড়ে নীল,
নীল পাথারে প্রিয়ার চোখের পাই যে খুঁজে' মিল।
দীপ্ত তারার পদ্মগুলি জ্বল্‌-জ্বলিয়ে হাসে,
নিখিল-ধরা জ্যোৎস্নালোকে একশা হ'য়ে ভাসে।
পথ-চাওয়া কার চোখের আলো পাগল করে মন—
চোখের কথা মনে ক'রে মন যে উচাটন !

ফাগুন-বরণ

ফাগুন আসিয়া দাঁড়ালো আজিকে তোদের ঘরের দ্বারে,
ওরে উন্মন, জাগা তোর মন—বরণ ক'রে নে তারে।
দুরন্ত ঐ দক্ষিণে বায়,
চুপে চুপে পিক সাড়া দিয়ে যায়,
নব যৌবন জয় ক'রে নিল জরার পতাকাটারে।
শঙ্খ বাজায়ে, অর্ঘ্য সাজায়ে বরণ ক'রে নে তারে।

বরণ ক'রে নে ফাগুন এসেছে—এনেছে মহোৎসব,
আমের মুকুলে ঝরিয়া পড়িছে বকুলের সৌরভ।
লক্ষ্মী-মায়ের চরণের রেখা,
তৃণ-পল্লবে গেছে আজ দেখা,
বন হ'তে বনে পথ ভুলে' বুলে ভৃঙ্গের কলরব।
ফাগুন এসেছে হরণ করিয়া ধরার অগৌরব।

শীত-শিশিরের মুখে সে দিয়েছে হাসির হিরণ টানি',
রাঙিয়া উঠেছে রভসে পেলব পলাশের পাণি-খানি।
রূপের বন্যা ঝরিছে আকাশে,
দোলে কাঞ্চন রৌদ্রে বাতাসে,

বুল্‌বুল্‌ আর দোয়েলের দলে হানাহানি কানাকানি।
ফাগুন এসেছে ফসলের দলে হাসির ফোয়ারা হানি!'

এত কার্‌সাজি এত-তাড়াহুড়া—কেহ তো পাইনি সাড়া,
গোপন মেঘের কোথা ঢাকা ছিল এ মায়া-মদের ধারা?
বলা-কহা নাই বেগে একেবারে,
দাঁড়ায়েছে আসি' ঘরের দুয়ারে,
নিখিল জগৎ নিরখি' নিমিষে বিস্ময়ে মাতোয়ারা।
কোথা দিয়ে আজ ফাগুন এসেছে কেহ তো পাইনি সাড়া!

উড়ায়ে নিশান, বিষাণ বাজায়ে রাজা সে আসেনি আজি,
স্বর্ণ-ঝলক মুকুট বাহিয়া আসে নাই গজ-বাজি।
লোক-লস্কর আনে নাই মেলা,
তা' ব'লে কে তারে করে অবহেলা?—
পথিকের মতো এসেছে সে আজ অতিথির বেশে সাজি,
বন্ধ্যা-ধরার বুকের দুলাল বন্ধু এসেছে আজি।

কানন-বধূর মাথার মাণিক, ওরে তোরা ফুলদল,
খুলে' দে আজিকে রুদ্ধ উৎস—বক্ষের পরিমল।

ফাগুন-বরণ

স্বপন দেশের সঙ্গীত-ঝোরা,
ওরে বিহঙ্গ, আয় আয় তোরা,
আলোড়িয়া আয় অরুণ পাখায় অগাধ আকাশ-তল,
ফাগুন এসেছে—মদির-গন্ধী আয় তোরা ফুল দল।

মিলনের সুখে বঁধুয়ার বুকে যে আছিস্ ওরে আয়,
বিরহের মাঝে যে রয়েছে সেও বাদ যেন নাহি যায়।
মিলনের তরে এনেছে সে হাসি,
বিরহের তরে অশ্রুর রাশি,
হাসি ও অশ্রু মেলা-মেশা আজ এক সাথে গায় গায়।
রৌদ্র ও মেঘে কোলাকুলি আজ আনন্দ-বেদনায়!

ফাগুন এসেছে ক্ষণিকের বঁধু—দূরে কেহ রোস্‌নারে,
রঙনের রাগে আঙিনা ভরেছে—বরণ ক'রে নে তারে।
আলোর কণ্ঠে বাজিছে বেয়ালা,
পূর্ণ অযুত পুষ্প-পেয়ালা,
মনের অমৃতে মদনে জীয়ায়ে ফাগুন এসেছে দ্বারে।
ওরে উন্মন, জাগা তোর মন—বরণ ক'রে নে তারে!

কলাপী

রাত-ময়ূরীর পাখ্‌না নড়ে নীল পাথারের অন্তরে,
রূপের লহর উথ্‌লে ওঠে ময়দানবের মন্তরে।
মরকতের দ্যুতির লেখা জ্বল্‌জ্বলিয়ে জ্বল্‌ছে গো—
কালো মেঘের ঘন কেশে তড়িৎ-শিখা সন্তরে।

রাত, ময়ূরীর পাখার পরে লক্ষ আঁখির লাঞ্ছনা,
তারার হারে তুল্‌ছে গড়ে কল্প-লোকের আল্‌পনা।
অন্তবিহীন আঁধার সাগর বাঁধার লাগি' চল্‌ছে গো,
ইন্দ্রধনুর রেণু দিয়ে ছায়াপথের জল্পনা।

কলাপী

*   *   *

বন-ময়ূরী তাহার পাখাও রূপ হ'তে নয় বঞ্চিত,
ফাগুনের ঐ তৃণের আগুন সব যে সেথায় সঞ্চিত !
ফুট্‌ছে সেথায় কুন্দ অশোক শিউলী বহু-বল্লভা,
অপ্‌রাজিতার চন্দ্রকেতে বর্হ তাহার রঞ্জিত।

বন-ময়ূরী নাই বা পেলো শূন্য-লোকের স্বর্গরে,
তার লেখা যে চোখের কাছে জ্বল্‌ছে আলোর অক্ষরে
শ্যামল রূপে ছুপিয়ে গেছে কানন ঘন-পল্লবা,
সে রচিছে মর্ত্ত্য-লোকের মৃত্যু-বিহীন অর্ঘ্যরে।

*   *   *

মন-ময়ূরী, মন-ময়ূরী কিন্তু তুমি অতুল্য,
রৌদ্র-মেঘের নিত্য-দোলায় চিত্ত তোমার দোদুল্য।
নীলার পাতে ফুটাও তুমি পদ্মরাগের তারুণ্য,
পর্দ্দাতে তোর নীল-পরীরা পাখ্‌না পেয়ে প্রফুল্ল।

মন-ময়ূরী, মন-ময়ূরী, প্রণাম তোরে মন জানায়,
বনের শিখি সৃষ্টি যে তোর কল্পনারি কারখানায় !
তোরই মাঝে জন্ম নিল রাত-কলাপীর লাবণ্য,
নিখিল শিখি পুচ্ছ মেলে মগ্ন যে তোর বন্দনায়।

মায়া-কাজল

কে পেরেছে স্বরূপ তোমার মন-ময়ূরী, বর্ণিতে
মন-ময়ূরী, নিবাস তোমার মনের গোপন কোন্‌টিতে।
স্বর্গে এবং মর্ত্ত্যে তোমার আনাগোনা নিত্যগো,
মায়ার রাজা ময়দানবও চায় তোমারে বন্দিতে!

মন-ময়ূরী, অজর তুমি অমর-লোকের বন্দিতা,
মানস-লোকের দেবতা তুমি, কাব্য-লোকের নন্দিতা,
তোমার নাচে মূর্ত্তি নিল নটরাজের নৃত্য গো—
ছন্দে তোমার বিশ্ব-কবির বীণার বাণী ছন্দিতা!

শিশু

মায়া-লোক হ'তে তুমি পড়েছ কি খসি' ?
সাথে কি এনেছ বহি' স্বর্গের বারতা ?
হায়—তবু আছো নির্ব্বিকার বসি',—
খানে নাই কোনো দ্বিধা কি দীনতা

বে-পরোয়া—চেয়ে আছো পলক-বিহীন,
ভ্রূক্ষেপ মোটেই নাই মর্ত্ত্যের মানবে,
উপরে নীলাভ নভ দিগন্ত-বিলীন—
তারি মাঝে কি দেখিছ নিঃশব্দে নীরবে ?'

ভাবিছ কি—ঐ নভ ছিল তব স্থান ?—
মানব-দানব ছিল বহু নিম্নে পড়ি',
ক্ষীণ-কণ্ঠ তাহাদের দীনতম তান,
প্রতিদিন পদ-প্রান্তে উঠেছে শিহরি' !

মায়া-কাজল

ভাবিছ কি—এলে যদি তাহাদেরি মাঝে-
সেই চির ভীরু নর—তাদেরে কি ডর,,?
তাই কি অধরে তব উচ্ছ্বসিয়া রাজে,
হাসি-রাশি উপেক্ষার অনন্ত নির্ঝর !

একি স্পর্দ্ধা—একি দম্ভ !—এতটুকু দোষ
হয়েছে কি কোনোখানে—কোথা যাবে আর ?
নয়ন দু'টিতে জাগে তীব্র অসন্তোষ,
অধরে ঝাঁঝিয়া ওঠে প্রাণান্ত ঝঙ্কার।

থর-থরি গৃহবাসী কেঁপে ওঠে ভয়ে,
কে যে কি করিবে খুঁজে' ভাবিয়া না পায়।
সন্ত্রস্ত—পূজার পুষ্প-অর্ঘ্য রাশি ল'য়ে,
বিচ্ছুরিত পদতলে নীরবে জোগায়।

কি কৌশলে অত ক্ষুদ্র—এত ক্ষুদ্র তুমি
বিপুল এ বিশ্ব-রাজ্য করিছ শাসন ?
কি মায়ায় ঐ দু'টি পদ্ম-পদ চুমি'
ছু'টে আসে নিখিলের হরষ-ক্রন্দন ?

শিশু

কোথা রজ্জু ?—তবু ও কি অটুট বন্ধনে
বাঁধিতেছ মানবের নিভৃত হৃদয় ?
কোথা মুক্তি ?—তরঙ্গিত দৃঢ় আলিঙ্গনে
স্বেচ্ছায় কিনিছে নর চির পরাজয় !

ধন্য তুমি হে মায়াবী, ধন্য তুমি শিশু,
সর্ব্ব-জাতি-সমন্বয় তুমি নিয়ে এলে,
প্রেমে যাহা পারে নাই চৈতন্য ও যিশু,
সে বিশ্ব-বিজয়-শক্তি কোথা হ'তে পেলে ?

তাও বলি—আজিকার এ মহাগৌরব,
এই হাস্য, এই লাস্য, এই অহঙ্কার,
এই জয়োদ্ধত দৃষ্টি,—আনন্দ-উৎসব,
নহে চির দিবসের সম্পদ তোমার।

আমাদেরই মতো তুমি চির পরাধীন—
দেবতা তুমিও নহ—মর্ত্ত্যের মানব।
যে বেদনা আমাদেরে করিছে মলিন,
তোমারও ভাগ্যে জমা রয়েছে সে সব।

মায়া-কাজল

শ্যামল শার্দ্দূলে গড়া এই বসুন্ধরা,
হাস্যালসে লীলায়িত ঐ নীলাকাশ,
পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন স্নেহ-ভরা,
শুধু দু'দণ্ডের এরা অমৃত আভাস !

কেবল দু'দিন মাত্র—তারপর নয়,
তারপর সব শূন্য—সব অন্ধকার,
শুধু ছায়া—মায়া-ভরা—মিথ্যা সমুদয়,
দু'দণ্ডেই রুদ্ধ হয় স্বর্গের দুয়ার।

দু'দিনের স্বর্গ শেষে অনন্ত নরক,
তারপর অতি দীর্ঘ মানব জীবন।
সত্য-মিথ্যা ভালো-মন্দ সহস্র পরখ,
কল্পনার স্বপ্ন শেষে ক্লান্ত জাগরণ !

থাক্—আজ এই শুভ মিলনের ক্ষণে
কাজ নাই সে অশুভ অমঙ্গলে ডাকি',
ভবিষ্যের অতি সত্য কঠোর জীবনে
কাজ কি এ বর্ত্তমান চিত্রপটে আঁকি' ?

শিশু

ভাগ্যে যাহা আছে তাহা থাক্—লিখা থাক্,
আজ যাহা করিবার ক'রে ফেলো শেষ,
মুগ্ধ বিশ্ব আত্মহারা নিস্তব্ধ নির্ব্বাক—
মুহূর্ত্তের তরে তবু ভুলে যাক্ ক্লেশ।

শুধু আলো—শুধু গান—বীণার ঝঙ্কার,
একটি হাসির রেখা মানব জীবন,
একটি সুখের স্বপ্ন শেষ নাহি যার,
একদণ্ড ভেবে নিই তোমার মতন।

হায় যদি চিরদিন এই স্বপ্ন ল'য়ে—
—থাক্—থাক্—এই দেখো মানব হৃদয়,
যেমনি হাসিতে চায় আনন্দে বিস্ময়ে,
চিন্তায় তাহার জাগে দ্বিধার প্রলয় !

তথাপি এ সব কথা ভাবিও না আজ,
আমিও ভবিষ্য দুঃখ আঁকিব না কিছু,
আজ তুমি স্বর্গ-শিশু—নাহি ভয় লাজ,
ধরো হাসি, কিম্বা ছোটো ক্রন্দনের পিছু।

সেই অবসরে মোরা মামুলী নিয়ম
তোমারে আহ্বান-করা ক'রে নিই শোধ,
এস বৎস, এস লক্ষ্মী, এস প্রিয়তম,
এস জীবনের সুখ, আনন্দ, প্রবোধ !

এস বুক-জোড়া ধন, উজ্জ্বল মাণিক,
—কালো হও যদিও তা কে কহিবে আসি ?-
এস বসন্তের চির সুধা-প্লাবি' পিক,—
দেখিব না তা সে কণ্ঠ ঝাঁঝর কি কাঁশী।

এস ভবিষ্যের বীর, দেশের মঙ্গল,
বাপ-মার মুখোজ্জ্বল শোভন নন্দন,
এস মুক্তি—এস স্বর্গ—দীনের সম্বল,
এস ওগো জননীর প্রাণের স্পন্দন !

যেথা দিয়ে যাবে তুমি পুণ্যের বাতাসে
ফুটাইয়া যেয়ো শুভ্র পুষ্প রাশি রাশি,
তোমার সুন্দর স্নিগ্ধ কীর্ত্তির আভাসে
মরণেরো মুখে যেন জাগে দীপ্ত হাসি।

শিশু

•

বিশ্বের আদর্শ হ'য়ো—আশীষ আমার,
—যদিও সে আশীর্ব্বাদ না দিলেও চলে,
কারণ যা আছে ভাগ্যে একবিন্দু তার
এড়াইতে নারে কেহ সহস্র কৌশলে !

•

তবু কহি—আজি তুমি এনেছ বহিয়া
নন্দনের যে সৌন্দর্য্য সুরভি শীতল,
চির দিন থাক্ তাই তোমারে ঘেরিয়া—
তোমার আকাশ হোক্ নির্ম্মেঘ—নির্ম্মল ।

শরৎ-প্রশস্তি

শুক্তির মনের মাঝে মুক্তা কোথা রয়েছে গোপন
পেয়েছ তাহার বার্ত্তা, অতলের ঘন অন্ধকারে
বন্দিনী যে মুক্তি পেলো, সত্য হ'লো যাহার স্বপন,
তোমারে দেয়নি ফাঁকি, তাহারাও এলো তব দ্বারে।
তাই তো রহস্য যেথা ঘনীভূত—কুয়াসায় ঢাকা,
বস্তু যেথা বাস্তবের বেলা-তটে হারায়েছে দিক,
চিত্ত যেথা প্রতিপলে তুলিতেছে বিদ্রোহ-পতাকা,
তোমার মনের আলো সেখানেও কুড়ালো মাণিক !

বসন্ত ধরায় আসে—কেন আসে কেহ তা জানে না,
আমরা কুড়াই শুধু আলো তার, তার গন্ধ-গান ;
মুগ্ধ হ'য়ে ব'সে থাকি, শুনি তার বাণীহীন বীণা,
অকস্মাৎ দিয়ে ফেলি ছন্দ-ভরা স্পন্দমান প্রাণ।
যে বসন্ত দোলা দেয়, তারো বুকে দোলা জাগে কি না·
মরমী পথের পান্থ, তুমি তারি পেয়েছ সন্ধান !

শরৎ-প্রশস্তি

* * *

পঙ্কজের স্নিগ্ধ-কান্তি, গন্ধ তার মিথ্যা সেতো নয়—
চিত্তের দুয়ারে তারা হানে কর, আনে শিহরণ।
মূলের কলঙ্ক-পঙ্ক—সেও তারি সত্য পরিচয়,
সে সত্য কঠোর, তবু জানে তারে—মানে তব মন।
প্রতিদিন পলে পলে সে ক্লেদ দিতেছে দ্বারে হানা,
আমাদের ভীরু মন গাহে শুধু আলোকেরি জয়,
জীর্ণ শাস্ত্র-বাক্য দিয়া ঢেকে রাখি গ্লানির নিশানা,
ঢেকে রাখি গন্ধ-বাষ্পে অন্ধকারে পঙ্কের সঞ্চয়!

দুঃসাহসী পথ-যাত্রী, যাত্রা তব অগ্নিময় রথে,
এক সঙ্গে পান করো মন্থনের সুধা ও গরল,
তোমার আত্মজ যারা, তাই গড়া রক্ত-মাংস হ'তে,
আত্মারে ভোলেনি, তবু তারা মর্ত্ত্য-মানুষেরি দল।
তুমি জানো স্বর্গ আছে এই মর্ত্ত্যে—নহে শূন্য পথে,
মানুষেরি বুকে জ্বলে নরকের দুস্তর অনল।

* *
*

দ্বিধা যার বুকে আছে, নিত্য দ্বন্দ্ব ভালো-মন্দ সনে,
স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা আছে—শক্তি নাই উঠিতে সেথায়,
কামনার পুষ্পে যারা গ'ড়ে তোলে প্রেমের নন্দনে,
পথ-প্রান্তে দীপ্ত দীপ খদ্যোতের খেয়ালে খোয়ায়,
ওগো মানুষের কবি, আজি সেই মানুষের মন,
অন্তরের প্রীতি-পুষ্পে মাল্য তার করেছে রচনা,
চিত্ত-ভরা ভালোবাসা আনিয়াছে অর্ঘ্য-উপায়ন,
এনেছে তার যা সত্য—আনেনি মিথ্যার বিড়ম্বনা।

প্রিয়জনে নর-চিত্ত চিরদিন চাহে অর্ঘ্য দিতে,
চাহে জানাইতে তারে অন্তরের সুখ-দুঃখ ভার ;
দীপ্তি হানে তৃপ্তিহীন যৌবন তোমার চারিভিতে,
আনন্দের ছন্দে তাই গ'ড়ে ওঠে বন্দনা তোমার।
জরারে করেছ জয় সাধনায় মনের নিভৃতে,
যৌবনের জয়-মুগ্ধ বান্ধবের লহ নমস্কার !

মরীচিকা

গোলাপের কুঁড়ি প্রথম ফুটিয়া
নীরবে সে হেসে চায়,
বাতাসের গায়ে ঢ'লে পড়ে আর
সরমেতে শিহরায়।
চায় সূর্য্যের আলোকের পানে
নয়ন নিমেষহীন,
নিখিল রূপের সুধা পান ক'রে
কেটে যায় সারাদিন।
সহসা তাহার বুকে জাগে ব্যথা,
জলে ভ'রে ওঠে চোখ্,

মায়া-কাজল

যে তারে ফুটালো তারি লাগি' তার
বুকে বুকে জাগে শোক।
চুমার পরশে সে যে জাগায়েছে,
গন্ধে ভরেছে হিয়া,
পাঁপড়ির ডানা রাঙায়ে দিয়েছে
বুকের রক্ত দিয়া।
সে কোথায়—সে কোথায় ?-
কোন্ গোপনের গুহায় সে আছে
ধরা তারে নাহি যায়।
পাণ্ডুর হয় গোলাপের আঁখি,
হাসি হ'য়ে আসে ম্লান,
অজানিত পথে অজানার লাগি'
ঝ'রে পড়ে তার প্রাণ !

মরালের বুক আলোড়িয়া ওঠে
কোমল মধুর সুর,
সুরের পুলকে রৌদ্রের গাঙ্
কূলে কূলে ভরপুর।

মরীচিকা

গানের মাঝারে বিলায়ে সে দেয়
গোপন মর্ম্মটাকে,
আপনার গান আপনি শুনিয়া
বিস্ময়ে চেয়ে থাকে।

সহসা তাহার মনের পাথার
থমকিয়া ওঠে ফুলে',
সারা অন্তর একই প্রশ্নের
বৃন্ত ঘেরিয়া তুলে।
নিজের মনের আনন্দ আর
জমাট অশ্রু দিয়া,
যে গেঁথেছে সুর আর সেই সুরে
ভরিয়া দিয়াছে হিয়া—
সে কোথায়—সে কোথায় ?

তারি লাগি' তার চিত্তের তলে
অশ্রু সে উথলায়।
কণ্ঠের স্বর ক্ষীণ হ'য়ে আসে
থেমে আসে তার বাণী,

মায়া-কাজল

অজানার লাগি' চক্ষুর ঘায়
বিদারে মর্ম্মখানি !

প্রথম নারীর পরম পরশ—
দোলে পুরুষের মন,
নূতন জগৎ গ'ড়ে ওঠে চোখে
পলে পলে অনুখণ।

গাহে বন্দনা মহাআনন্দে,
হানে নয়নের বাণ,
কত বিচিত্র স্পন্দন তোলে
মান আর অভিমান।

রচে স্বপনের ইন্দ্র-ধনুক—
সহসা কি বুকে বাজে,
মায়া-হরিণের মোহ টুটে' যায়
নব বিস্ময় মাঝে।

দেহের বোঁটায় ফুল যে ফোটায়
অরূপের আলো দিয়া,

মরীচিকা

সোনার কাঠির পরশে জাগায়
সুপ্তি-বিভল হিয়া—
সে কোথায়—সে কোথায় ?
অন্বেষণের মশাল জ্বালিয়া
আঁতি পাঁতি খোঁজে তায়।
কালো হ'য়ে আসে নয়নের আলো,
মরণ ঘনায় দ্বারে,
অজানার লাগি' দেহ ঝ'রে যায়
অচেনা পথের ধারে !

ক্ষ্যাপার খেয়াল

ছবি খানি ঝুলিতেছে দেয়ালের গায়।
বিরহিনী বধূ বসি' পতির চিন্তায়
সংজ্ঞা-হারা ; এলায়িত স্রস্ত বেশ ভার—
মুক্ত কেশ, মুগ্ধা নারী—আলেখ্য তাহার।
যুবতীর ক্ষুণ্ণ প্রেম কোন্ মেঘ-লোকে,
অন্তরের ছন্দে গাঁথা শত শত শ্লোকে
পাঠাইছে বাষ্প-বার্ত্তা—চারু চিত্রকর
আলেখ্য এঁকেছে তারি বিচিত্র সুন্দর।
উন্মাদ সমস্ত দিন বিবশ বিহ্বল,
বসি' বসি' ছবি খানি দেখিছে কেবল।—
'কথা কহ'—মাঝে মাঝে জানাইছে আর
করুণ মিনতি—'কথা কহ একবার।'
হৃদ্-মর্ম্ম-টুটা সেই ব্যথার ধ্বিনানী,
ক্ষ্যাপার খেয়াল শুধু—অর্থহীন বাণী

রাজ-রাজেশ্বরী

হে সুন্দরী বসুন্ধরা, অনাদি ধরণী,
আজি মোর মুগ্ধ চিত্ত নীরবে আপনি,
লুটায়ে পড়িতে চায় পাদ-পদ্মে তব ;
আজ শুধু মনে হয়—তুমি অভিনব !
বহু শত বর্ষ আগে এমনি মধুর
ছিলে তুমি, কণ্ঠে তব যে বিচিত্র সুর
নীরবে ধ্বনিয়া ওঠে—ভক্তের হৃদয়
সে দিনও সেই সুরে ক'রেছিলে জয় !
আজিকে মিলায়ে যাবে। যুগান্তের শেষে
আবার আসিবে ভক্ত তব দ্বারদেশে।
যে সৌন্দর্য্য শতদল মেলিয়াছ আজ,
সেদিনও তারি মাঝে করিবে বিরাজ !
অফুরন্ত যৌবনের সুধা-পাত্র ধরি'
তুমি যুগ-যুগান্তের রাজ-রাজেশ্বরী।

নারী

নারী তুমি শ্রাবণের ঘন নীল মেঘ।
অফুরন্ত যৌবনের দুঃসহ আবেগ
সারা দেহে জাগে তব উগ্রতম সুখে,
বিদ্যুতের বাঁকা ছুরী বেঁধে রাখো বুকে,
আঁখি-মূলে, স্তন-তটে, বাহুতে, অধরে।
ক্ষণে ক্ষণে তারি আলো ঠিকরিয়া পড়ে
খড়গ সম, সমুজ্জ্বল—বিদারি' আঁধার।
অন্তরে রয়েছে তব মহাপারাবার,
তাই তো তাহার বার্ত্তা কেহ নাহি জানে!
শুধু একদিন যবে প্রলয়ের গানে
নিদাঘের তপ্ত শ্বাসে ধরা স্পন্দ-হারা,
তুমি নামো বরষার নির্ঝরের ধারা।
অমৃত তোমারি স্পর্শ—আর কিছু নয়,
সে দিন ধরণী লভে তারি পরিচয়!

নদী ও নারী

নদী বুকে নেমে আছো সারা সন্ধ্যাবেলা,
চম্পক আঙুলে জলে চলিতেছে খেলা
স্বচ্ছন্দে কৌতুকে—কভু তার মাঝখানে,
দ্রুত সঞ্চালিত কর বজ্রবান হানে।
শত ইন্দ্র-ধনু দিয়া ভরি' নভ তল,
মুখের ফুৎকারে কভু ছুঁড়ে দাও জল ;
কখনো বা নব নীল ঘন বাস দিয়া
গৌর-কান্ত তনুখানি ঘষিয়া মাজিয়া
তারি পানে চেয়ে থাকো নির্নিমেষ আঁখি।
আপনারে যত দেখো—দেখা থাকে বাকি !
এলায়িত সদ্য-সিক্ত কেশ-পাশ ঘিরে,'
অন্ধকার মেঘচ্ছায়া নেমে আসে ধীরে।
তোমারে চিনেছে নদী তাই নাচে সুখে,
তুমি তারে চিনিয়াছ তাই বাঁধো বুকে।

মায়া-কাজল

* *

*

নদী-নীরে নামো যবে গাহন করিতে,
কেন হই নাই নদী তাই ভাবি চিতে !
মেলে দিয়ে যৌবনের শতদল-দলে,
নিঃসঙ্কোচে নেমে যেতে আমার অতলে
লজ্জাহীন রূপে লীন গরবী রূপসী।
নীবী-বন্ধ হ'তে ধীরে বস্ত্র যেত খসি'
অলস আবেশে। লীলায়িত তনুখানি
মত্ত স্রোত মোহ ভরে বক্ষে নিত টানি'।
দু'টি রক্ত অধরের চুম্বনের রেখা
তরঙ্গের তালে তালে হ'য়ে যেতো লেখা।
বসনের মতো করি' সারা দেহটির
চারি পাশে ঘিরিতাম গাঢ় নীল নীর।
একেবারে অন্তরের মাঝখান হ'তে
স্রোত আসি' মিলে' যেতো ও রূপের স্রোতে।

পথ নাহি জানি

রজকের গৃহ হ'তে আসেনি কাপড়,
নিমন্ত্রণ ব্যর্থ বুঝি যায়। কীল-চড়
ভাদ্রের তালের মতো ভৃত্য-পৃষ্ঠ পরে
নিক্ষেপিয়া, সুধাইনু কম্প্র ক্রুদ্ধ স্বরে—
হতভাগা, বস্ত্র কেন রাখিস্‌নি আনি'?
ম্লান মুখে সে কহিল—পথ নাহি জানি।

পথ নাহি জানি!—আরে—আরে একি কথা?
সহসা বুকের মাঝে কেন বাজে ব্যথা,
জলে জলে ছেয়ে আসে চোখ্? উচ্ছ্বসিয়া
ব্যথিয়া কাঁপিয়া ওঠে উৎপীড়িত হিয়া

মায়া-কাজল

কোন্ গুপ্ত আশঙ্কার উগ্র নাগপাশে !
অসীম উদ্বেগ রাশি অশান্ত নিশ্বাসে
ছড়ায়ে পড়িতে চায়, অতি ক্ষুদ্রতম
ঝঞ্ঝাহত কুসুমের রেণুরাশি সম।

পথ—পথ নাহি জানি। কে জেনেছে পথ ?
এই সীমা-শেষহীন অসীম জগৎ—
এর পথ কে জেনেছে ? কে বলিতে পারে
স্পর্দ্ধা ভরে এই বিশ্ব বিপুল পাথারে,
সরণীর সেই একা পেয়েছে সীমানা ?
নির্ভুল সে—তারি একা আছে শুধু জানা
তাহার গৃহের পথ, এ জগৎ মাঝে
যাহার অমৃত দীপ্তি স্থির হ'য়ে আছে ?

আমিও তো নাহি জানি পথ। তোরই মতো
ওরে মোর ভক্ত ভৃত্য, ওরে অনুগত,
আমারও কত কাজ হয় নাই শেষ।
পথ নাহি জানি ব'লে পরিপূর্ণ বেশ,

পথ নাহি জানি

জীবনের যোগ্যতম শুক্ল বস্ত্রখানি,
এখনও হয় নাই আনা। শত গ্লানি
অচঞ্চল দ্বিধা ভরে বহিতেছি শিরে।
আমার যে প্রভু সে কি এ হীন-শক্তিরে,
এ অক্ষম ভৃত্যে তার সুধাবে না ডাকি'
কেন কাজ হয় নাই শেষ? ক'বে নাকি
রুদ্র রোষে রে আযোগ্য, রে দায়িত্বহীন,
কি ক'রে কাটালি বৃথা এত দীর্ঘ দিন—
জীবনের সুবর্ণ সুযোগ? আমি তাঁরে
তখন বুঝাব বলো কোন্ তর্ক ভারে,
কোনো দোষ নাহি মোর—দণ্ড-ধৃত পাণি
মানিবে কি পথ আমি—পথ নাহি জানি!

এ সংসারে যদি কেহ প্রাণপণে যুঝি'
পথটিরে না পারে জানিতে, খুঁজি' খুঁজি'
অবশেষে ঘর্ম্মাতুর শ্রান্ত কলেবরে
সাঙ্গ করে অন্বেষণ, ক্ষণেকের তরে
তন্দ্রার কোমল হস্ত মৃদু পরশনে
বিশ্রাম বুলায় তার বিনিদ্র নয়নে,

সংজ্ঞা বল্লে করে সংহরণ, তারো তরে
দয়া নাই বিধাতার কঠিন অন্তরে ?
সর্ব্ব-অন্তর্যামী সে কি দেখে না চাহিয়া
হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে ?

চমকিয়া

সহসা দেখিনু চেয়ে সাশ্রু আঁখি দু'টি।
সস্নেহে কহিনু ডাকি'—আজি তোর ছুটি
কোনো কর্ম্ম হ'বে না করিতে। অবসর
যথা ইচ্ছা ওরে ভৃত্য, আজি ভোগ কর্
নিশ্চিন্ত নীরবে। দু'টি মুদ্রা দিয়ে করে
তাহারে বিদায় দিনু ব্যথিত অন্তরে।

খেয়া পার

ওরে অন্ধ, ওরে নেয়ে, ভোর থেকে আছো জাগি
সোনা-করা কোন্ একখানি স্নিগ্ধ পায়ের লাগি'।
কত জনরে পার করেছ, আন্‌লে এ-পার কত,
নিয়েছ পারের কড়াক্রান্তি ন্যায্য হিসাব মতো।
তোমার নায়ে পার হ'য়েছে কতই ধনী-মানী,—
সেও এসেছে নেই কো যাহার পারের কড়ি খানি।
কাউকে হয়তো চাওনি তুমি তুলিয়া নিতে নায়ে,
বিকিয়ে দিলে চিত্ত তোমার আবার কারো পায়ে।
এমনি ক'রে পার করিতে করেছ তারেও পার,
কাঠের তরী হয়েছে সোনা চরণ লেগে যার।

হয় তো তাহার মলিন বাসে অঙ্গ ছিল ছেয়ে,
ভস্মে ঢাকা আগুন—তারে তাই দেখোনি চেয়ে।

হয় তো পারের কানা-কড়িটি চায়নি কো সে দিতে,
বাক্যে তোমার বিষ ঝরালে আদায় ক'রে নিতে।
ঈশারায় সে বল্‌লে বুঝি—আমি দিলেম দান,
জগৎ বিকায় যে ঈশারায় দেওনি তারেও মান।
এক মুহূর্ত্তে এমনি ক'রে হায়রে হতভাগা,
ব্যর্থ তোমার এতদিনের অহোরাত্র জাগা।
হাজার লোকের সাথে হেলায় করেছ তারেও পার,
কাঠের তরী হয়েছে সোনা চরণ লেগে যার!

অসমাপ্ত

যে কথা বলিতে চাহি, চেয়ে দেখি হায়,
ফুল বনে ফুটেছে তা বায়ুর ভাষায়।
বলিতে অমনি সখি, থেমে আসে স্বর,
কি দিয়ে দেখাব তারে বুকের ভিতর!

যে হাসি ফুটাতে চাহি, না ফুটিতে মুখে,
জ্যোৎস্নায় ফুটেছে তা সাগরের বুকে।
হায় সখি, বেদনায় ভ'রে যায় হাসি,
কি দিয়ে বোঝাব তারে কি যে ভালোবাসি!

যে দিঠি হানিতে চাহি, না আনিতে চোখে—
অরুণ হেনেছে তাহা ঊষার অলকে।
দিঠি হানা হ'লো না তো—চোখে আসে জল,
কি দিয়ে জানাব হিয়া—বল্ সখি, বল্!

হিয়ার সহিতে যদি হিয়া না মিলায়,
হাসি দিয়ে, দৃষ্টি দিয়ে, মন জানা যায়?
হৃদয় না শোনে যদি হৃদয়ের বাণী,
কথা দিয়ে বোঝানো কি যায় ব্যথা খানি!

সাগরিকা

ছোট নাও খানি ভাসায়ে দিয়েছি
নীল সাগরের জলে,
ঘুরে' ঘুরে' সে যে মনের খেয়ালে
মাণিক কুড়ায়ে চলে।
নীল সে সাগর—ঢেউয়ে ঢেউয়ে যার
মূরছিয়া পড়ে মায়া,
তারি মাঝখানে মোর তরী খানি
এতটুকু রচে ছায়া!

কত লোকে বলে—যা কুড়ালি' ওরে,
ও গুলো মাণিক নয়,
শুক্তির মাঝে নেই—নেই তোর
মুক্তার পরিচয়।

সাগরিকা

মুক্তা বলিয়া যা কুড়াই তার
হয়তো সকলি ঝুঁটা,
হয়তো কেবলি ঝিনুকের হাড়ে
ভরিয়াছি দু'টি মুঠা !

ঐ যে সাগর—নীলার সাগর—
সেও কি কেবলি ফাঁকি ?
হোক্ ফাঁকি—তবু দু'আঁখি বাড়ায়ে
তারি পানে চেয়ে থাকি।
এ মায়া তাহার মরীচিকা কি না
সে কথা কিছু না জানি,
আমি জানি শুধু—ঘর ছাড়ায়েছে
আমারে ও হাতছানি !

হাতছানি দিয়ে ডাকে সাগরিকা—
সাগর-তলের বালা,
গলায় যাহার জড়ানো রয়েছে
নীল মুকুতার মালা,

মায়া-কাজল

যার কেশ-পাশ সুরভিয়া চলে
নীল আকাশের বাও,
তারি ঈশারায় আমি ভাসায়েছি
অকূলে আমার নাও !

ঝিনুকের নায় ক্ষ্যাপা দরিয়ায়
সাগরিকা দেয় পাড়ি !
তারি পথ চেয়ে নাও চলি বেয়ে···
সে-চলা কেমনে ছাড়ি !



আনন্দে কার মর্ম্ম মশ্‌গুল ?
মনের বনে ফুটেছে যার ফুল !

*

ব্যর্থ হ'য়েও ব্যর্থ নহে কেবা ?
সুন্দরে যে করিতে জানে সেবা !

*

বসন্ত কার জীবনে অক্ষয় ?
রসের সাথে যাহার পরিচয় !

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

ফুলের ব্যথা	(কবিতা)	১৲
মায়া-মৃগ	(গল্প)	১।০
ঝড়ের দোলা	(উপন্যাস)	১৸০
পাঁকের ফুল	(গল্প)	১।।০
গল্পের ঝরণা	(ছেলেদের গল্প)	১৲
গল্পের আল্পনা	(ঐ)	১৲